প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৪ ◆ ২১ - ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্ব আহ্বান দিবস

আশার বীজ বপন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহূত

যাজকীয় জীবন আনন্দের জীবন

খ্রিস্টের পুনরুত্থান : ঐশ জ্যোতির মানুষ হওয়ার আহ্বান

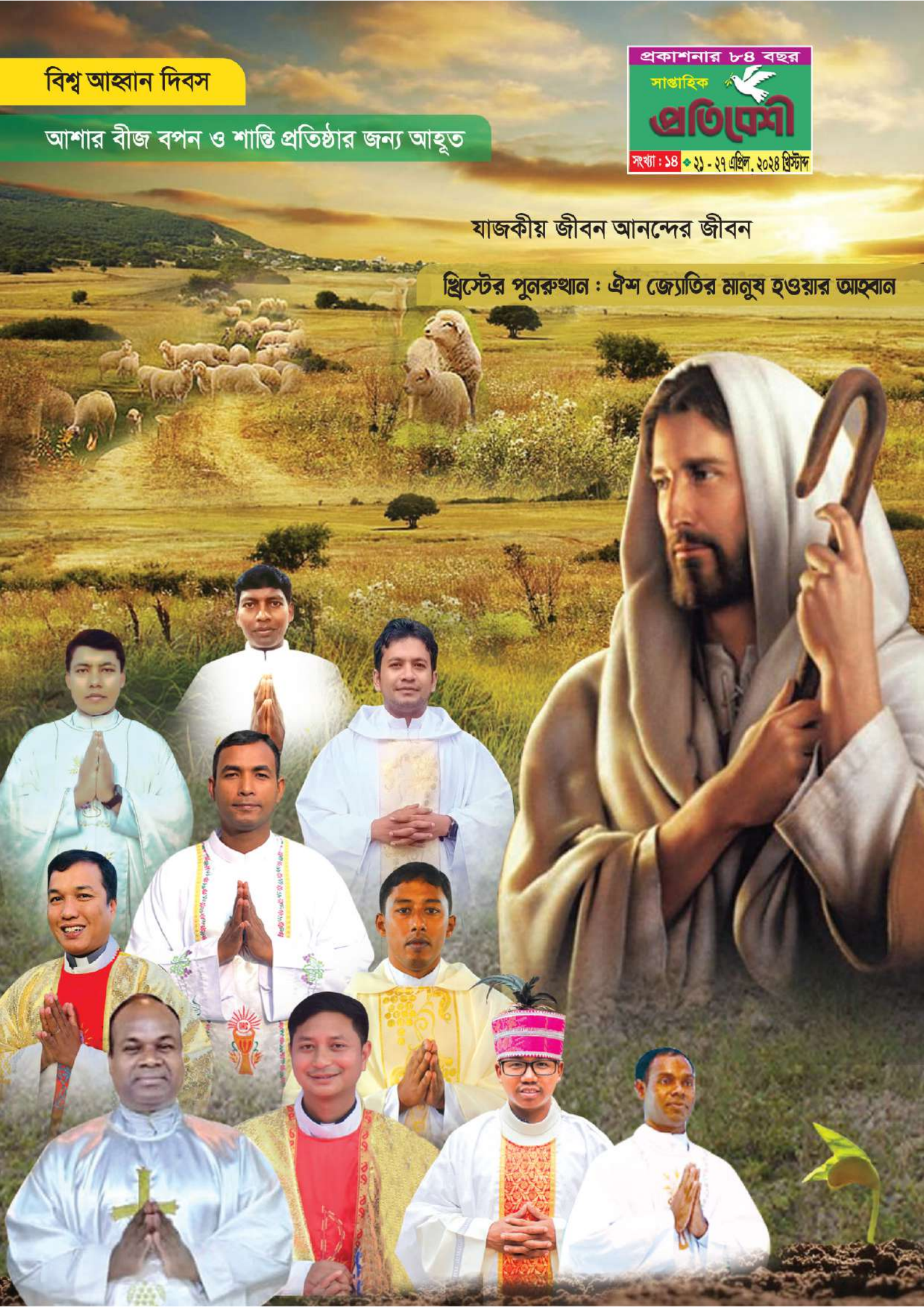

6th Death Anniversary

Late Shiton James Rozario
Born on:- 27th April, 1979
Died on:- 27th April, 2018

Vill:- Mothbari (Singer Bari)
Po:- Ulukhola, P.S:- Kaligonj
Dist:- Gazipur

" God shall wipe all tears from their eyes and there shall be no more death, on crying neither shall there be any more pain, for the former things are passed away."

Revelation, 21:4

As the death anniversary of heavenly Shiton James Rozario's passing approaches we want to reach out and extend our deepest condolence. Though time may pass, the memory of you remain vivid in our hearts and minds. We remember you fondly for your honesty and generosity and their absence is deeply felt by all who knew you. While we can never fill the void left by your passing, we hope that the love and support of friends and family can provide some comfort during this difficult time. Please know that you are in our thoughts as you navigate through this anniversary.

We believe that you are in haven and are praying for our welfare from there. We also request all our well wishers and relatives so that they may forgive you and may pray for your departed soul.

May almighty God grant you eternal peace.

Bereaved yours,
Father:- SAMAR ROZARIO
Mother:- ANITA ROZARIO
Wife:- ESHITA TUMPA COSTA
Son:- ORNATE MARK ROZARIO
Daughter:- ARISA MARY ROZARIO
Sister:- SHIBLY ROZARIO
Brother In Law:- BIKASH DOMINIC COSTA
Nephew:- ORION PAUL COSTA
Niece:- ANIYA MARIA COSTA
Grand mother:- EDNA ROZARIO

বিজ্ঞ /৭৭/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১৪
২১ - ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
৮ - ১৪ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ধর্মীয় জীবন আহ্বানে সাড়া দিতে অনবরত প্রার্থনা করুন

পুনরুত্থান কালের চতুর্থ রবিবারে বিশ্বমণ্ডলীতে পালিত হয় উত্তম মেষপালকের পর্ব। একই দিনে মাতামণ্ডলী খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলকে আহ্বান করে আহ্বানের জন্য প্রার্থনা করতে ও ধর্মীয় জীবনাহ্বান সম্বন্ধে সচেতন হতে। নিজেদের সর্বোচ্চ ভালোকে অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করা ও পরকল্যাণ করা ধর্মীয় আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য। খ্রিস্টীয় আহ্বান হলো 'ভালোবাসার একটি ডাক।' এই ভালোবাসা মানুষকে তার নিজের বাইরে নিয়ে যায়। নিজেকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে এবং আত্মনিবেদনের মধ্যদিয়ে নিজেদের উর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করে। তাই প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় আহ্বান হলো নিজেকে এবং ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার বিশেষ 'যাত্রা'। নিজেদের সকল সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, সবলতা, শক্তি ও সামর্থ সম্পর্কে জেনে নিজেদের সর্বোচ্চ ভালকে অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করা ও কল্যাণ করা আহ্বানের উদ্দেশ্য। ধর্মীয় জীবনে সাড়া দিয়ে যারা নিজেদেরকে পরার্থে নিবেদন করে ঈশ্বরের কাজ করছেন এবং যারা ঈশ্বরের কাজ করতে নিজেদেরকে প্রস্তুত করছেন তাদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করার দিন বিশ্ব আহ্বান দিবস। যখন সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী ভাইবোনেরা ধর্মীয় জীবনাহ্বানের জন্য প্রার্থনা করেন তখন যারা এ জীবনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে চলেছেন তাদেরও প্রার্থনা করতে হয় নিজেদের আহ্বানের যথার্থতা বুঝতে ও তাতে নিঃসঙ্কোচে সাড়া দিতে। মনে রাখতে হবে ধর্মীয় জীবন আহ্বান একটি সেবার জীবন কোন ক্যারিয়ার বা পেশা নয়। ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করার মধ্যদিয়ে একজন তার প্রেরণ কাজে অংশ নেন।

স্বভাবগতভাবেই খ্রিস্টমণ্ডলী প্রেরণধর্মী। ঈশ্বর ও মানুষের সমীপে প্রতিনিয়ত আমাদের যাত্রা করতে হয়। এই যাত্রা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং মানুষে-মানুষে যুক্ত হওয়ার নিমিত্তে। আমিত্ব থেকে কিংবা আত্মাকেন্দ্রিকতা থেকে বিমুক্ত হতে না পারলে কি মানুষের সঙ্গে, কি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া যায় না। মানবাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলন ও ভ্রাতৃত্বের মধ্যদিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন সম্ভব।

আমাদের জীবন প্রেরণ কাজে উৎসর্গ করা সম্ভব যদি আমরা নিজেদের রিক্ত করতে পারি। যিশু বলেন, "যে ব্যক্তি আমার নামের জন্য নিজের বাড়িঘর অথবা ভাই অথবা বোন অথবা মা অথবা বাবা অথবা ছেলে অথবা মেয়ে অথবা জমি-জমা ত্যাগ করে, সে তার শতগুণ ফিরে পাবে এবং অনন্ত জীবন লাভ করবে।" ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়াদান বলতে বুঝায় যে, তাঁকে আমাদের সাহায্য করতে দেওয়া যেন আমরা আত্মত্যাগ করতে পারি এবং আমাদের কৃত্রিম নিরাপত্তা ব্যবস্থা পিছনে ফেলে সেই পথ অনুসরণ করতে পারি, যে পথ আমাদের সেই যিশুখ্রিস্টের দিকে নিয়ে যায়, যিনি আমাদের জীবন ও সুখের উৎস এবং গন্তব্য। তাই ধর্মীয় আহ্বান হলো ঐশ নিমন্ত্রণে আত্মসমর্পণ যা একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি বিনম্র চিত্তে ঈশ্বরের ডাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সঁপে দেয়। বর্তমান বিশ্বে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের আহ্বান কমে আসছে। কিন্তু মণ্ডলীর কাজ পরিচালনার জন্য বহু সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। মানুষের জীবনে বৈষয়িক উন্নয়নের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন হ্রাস পাচ্ছে এবং যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের আহ্বানের সংখ্যাও কমে আসছে। খ্রিস্টমণ্ডলী প্রেরণধর্মী, আর প্রেরণ কাজে অংশগ্রহণ হলো যাজকীয়, ও ব্রতীয় জীবনকে বেছে নেওয়া এবং মণ্ডলীর কাজকে প্রাণবন্ত রাখা। প্রত্যেক পরিবারই আহ্বানের প্রাথমিক উর্বর ভূমি। তাই প্রত্যেকজন পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য তাদের সন্তানদের যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে প্রেরণ করা। অর্থাৎ তাদের সন্তানগণ যেন পরিবারে থেকেই ধর্মীয় জীবনে প্রবেশে ঈশ্বরের আহ্বান উপলব্ধি বা আবিষ্কার করতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করা।

কুমারী মারীয়া আমাদের ধর্মীয় জীবনাহ্বানের আদর্শ। তিনি পরম পিতার মঙ্গলময় ইচ্ছায় নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ 'হ্যাঁ' বলেছিলেন। ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রেখে তিনি সেই মত কাজ করেছিলেন। ঈশ্বর চান যেন আমরাও তাঁর মঙ্গলময় ইচ্ছায় পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারি॥ †

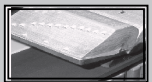

আমিই দরজা: কেউ যদি আমার মধ্যদিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে, সে ভিতরে যাবে আবার বাইরে আসবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাবে। চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করার জন্য; আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।-যোহন : (১০:৯-১০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

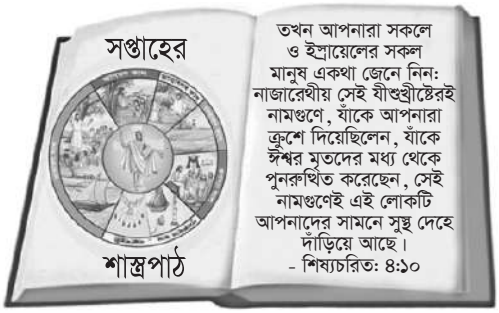

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২১ - ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২১ এপ্রিল, রবিবার
বিশ্ব আহ্বান দিবস। উত্তম মেষপালক রবিবার।
শিষ্য ৪: ৮-১২, সাম ১১৮: ১, ৮-৯, ২১-২৩, ২৬, ২৮-২৯, ১ যো ৩: ১-২, যোহন ১০: ১১-১৮
বিশ্ব আহ্বান দিবস - দান সংগ্রহ করা হবে।
রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্ব।

২২ এপ্রিল, সোমবার
শিষ্য ১১: ১-১৮, সাম ৪২: ১-২; ৪৩: ৩-৪, যোহন ১০: ১-১০
বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

২৩ এপ্রিল, মঙ্গলবার
সাধু জর্জ, সাক্ষ্যমর, সাধু এডেলবার্ট, বিশপ ও সাক্ষ্যমর
শিষ্য ১১: ১৯-২৬, সাম ৮৭: ১-৭, যোহন ১০: ২২-৩০

২৪ এপ্রিল, বুধবার
শিষ্য ১২: ২৪ -- ১৩: ৫ক, সাম ৬৭: ১-২, ৪-৫, ৭, যোহন ১২: ৪৪-৫০

২৫ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
১ পিত ৫: ৫-১৪, সাম ৮৯: ১-২, ৫, ১৫-১৬, মার্ক ১৬: ১৫-২০

২৬ এপ্রিল, শুক্রবার
শিষ্য ১৩: ২৬-৩৩, সাম ২: ৬-১১, যোহন ১৪: ১-৬

২৭ এপ্রিল, শনিবার
শিষ্য ১৩: ৪৪-৫২, সাম ৯৮: ১-৪, যোহন ১৪: ৭-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২১ এপ্রিল, রবিবার
+ ১৯২৬ সিস্টার ভিক্টোয়ার আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফাদার লুকাশ মারান্ডী (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ সিস্টার জর্জ প্র্যাট সিএসসি
+ ১৯৯২ ফাদার উইলিয়াম আরভিং টিলসন এমএম
+ ২০০৪ সিস্টার এম. আডল্ফে হাজং আরএনডিএম (ঢাকা)

২২ এপ্রিল, সোমবার
+ ১৯৯১ সিস্টার হেলেন কস্তা আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০১ সিস্টার মেরী বার্নাডেট এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফাদার জর্জ পোপ সিএসসি (ঢাকা)

২৪ এপ্রিল, বুধবার
+ ১৯২৩ ফাদার চার্লস এল. ফিনার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৯ ফাদার সেরাফিনো দাল্লা ভেক্কিয়া এসএক্স (খুলনা)

২৫ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৩৭ সিস্টার এম এম এমেলিয়া আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৪০ সিস্টার এম. মেরী গ্রেট্রুড এলএইচসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৩ ব্রাদার ডনাল্ড বেকার সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২৩ সিস্টার ব্রিজেট গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৬ এপ্রিল, শুক্রবার
+ ১৯৩৩ সিস্টার এম. মাউরুস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৮ ব্রাদার এটিয়েন টার্ডি সিএসসি
+ ১৯৯৫ সিস্টার ওডিলিয়া লেগোল্ট সিএসসি
+ ২০০৪ সিস্টার গাব্রিয়েল্লা কুজুর সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ এপ্রিল, শনিবার
+ ১৯৯৫ সিস্টার মেরী তেরেজা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

তৃতীয় খন্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

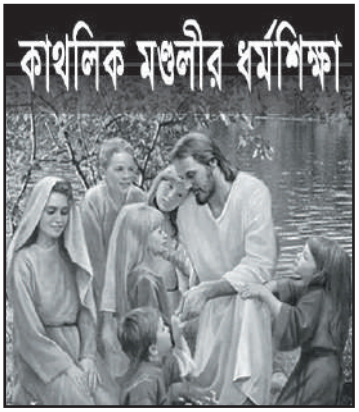

ধারা- ১
মানুষ: ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি

১৭০১: "খ্রীষ্ট, ...পিতা পরমেশ্বর ও তাঁর ভালোবাসার রহস্য প্রকাশের মধ্যেই মানুষকে তার নিজের কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন এবং মানুষের সুমহান আহ্বান উদ্ভাসিত করেন"। "অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি" খ্রীষ্টেতে, মানুষ সৃষ্টিকর্তার "প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে" সৃষ্ট হয়েছে। মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টেতে, মানুষের যে ঐশ-প্রতিমূর্তি, প্রথম পাপের দ্বারা বিকৃত হয়েছিল, মানুষকে তার আদি সৌন্দর্য্যে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, এবং ঐশ অনুগ্রহ দ্বারা মহিমান্বিত করা হয়েছে।

১৭০২: ঐশ প্রতিমূর্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে। এর দীপ্তি প্রকাশিত হয় ব্যক্তিগণের মিলনের মধ্যে, ঐশ ত্রিব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান মিলনের সাদৃশ্যে (দ্র: দ্বিতীয় অধ্যায়)।

১৭০৩: "আত্মিক ও অমর" প্রাণ দ্বারা ভূষিত মানবব্যক্তিই হল এই জগতের একমাত্র সৃষ্টি,
১ দ্র:লুক ১৫: ১১-৩২
২ ২য় ভা. মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ২২
৩ কলসীয় ১:১৫; দ্র: ২ করিন্থীয় ৪:৪
৪ দ্র: ২য় ভা. মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ২২
৫ ২য় ভা. মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১৪.২
যাকে নিজের নিমিত্তেই ঈশ্বর বাসনা করেছেন। মাতৃগর্ভে গঠিত হওয়ার সময় থেকেই সে শাশ্বত সুখলাভের উদ্দেশে সৃষ্ট।

১৭০৪: মানবব্যক্তি ঐশ আত্মার আলো ও শক্তির সহভাগী। বুদ্ধি দ্বারা সে পরম স্রষ্টা কর্তৃক স্থাপিত জগতের নিয়ম-শৃংখলা সম্পর্কে অবহিত হতে সক্ষম। স্বাধীন ইচ্ছার বলে সে নিজেকে তার সত্যিকার মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম। "যা সত্য ও ভাল তা অনুসন্ধান ক'রে ও তাকে ভালবেসে সে পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

১৭০৫: তার আপন আত্মার গুণে এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির আত্মিক ক্ষমতার ফলে, মানুষ স্বাধীনতা-মণ্ডিত - যা "ঐশ প্রতিমূর্তির মহান প্রকাশ।

১৭০৬: বুদ্ধির দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের সেই কণ্ঠস্বর চিনতে সক্ষম হয় যা তাকে "যা-কিছু ভাল তা করতে ও যা-কিছু মন্দ তা পরিহার করতে" প্রেরণা দেয়। প্রত্যেকেই এই নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য যে-নিয়ম বিবেক-বাণীতে শোনা যায় এবং যা পূর্ণতা লাভ করে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে। নৈতিক জীবনযাপন ব্যক্তিমর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে ।

১৭০৭: "ইতিহাসের গোড়াতেই সেই মহা-অসতটার প্ররোচনায় থুড়ে মানুষ তার স্বাধীনতাকে ব্যাহত করেছে," প্রলোভনে পতিত হয়েছে, এবং যা মন্দ তা-ই করেছে। মানুষ কিন্তু এখনও মঙ্গল বাসনা করে, তবে তার স্বভাব আজও আদি পাপের দ্বারা বিক্ষত। তাই সে এখন মন্দের প্রতিই আসক্ত ও ভ্রমশীলতার অধীন: মানুষ তার নিজের মধ্যেই বিভক্ত; ফলে মানুষের গোটা জীবন - ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় জীবনে চাকা দেখা যায়: ভাল-মন্দ ও আলো- অন্ধকারের সংগ্রাম, একটি নাটকীয় সংগ্রাম।"

১৭০৮: যাতনাভোগ দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদেরকে শয়তান ও পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন । আমাদের জন্য তিনি পবিত্র আত্মায় নবজীবন এনে দিয়েছেন। পাপ যা-কিছু আমাদের মধ্যে বিনষ্ট করেছিল, তাঁর কৃপা তা পুনরুদ্ধার করেছে॥

ফাদার চঞ্চল হিউবার্ট পেরেরা

পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার

১ম পাঠ: শিষ্যচরিত ৪: ৮-১২

২য় পাঠ: ১ম যোহন ৩: ১-২

মঙ্গলসমাচার: যোহন ১০: ১১-১৮

উত্তম মেষপালক ও আহ্বান রবিবার

প্রভু যিশু প্রকৃত পালক

আজ আমরা পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবার পালন করছি। এই রবিবারের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রভু যিশুকে আমরা স্মরণ করি তিনি আমাদের সবার পালক তাঁরই আহ্বানে সাড়া দান করে আমরা হয়ে উঠি প্রকৃত পালক। পালক ও তাঁর পালের জনগণ হয়ে ওঠা দুই এর মধ্যে সুন্দর একটি সম্পর্ক বিরাজ করে। পালক, পালক হয়ে ওঠেনা তাঁর ভক্তছাড়া। ভক্ত, ভক্ত হয়ে ওঠেনা তার পালক ছাড়া। যিশু পালকের কণ্ঠস্বর যেমন মেষদের চিনতে হয় তেমনি মেষদের প্রতি উত্তম পালকের থাকে মেষদের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা।

মুক্তিদাতা, মুক্তি শব্দগুলো আমাদের কাছে পরিচিত হলেও এর অর্থ আমাদের কাছে গুরুত্ব পায় অনেক বেশি। মুক্তিদাতা (মেষপালক) যিনি আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন, মুক্তি (মেষ) যা আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে। উত্তম মেষপালক আমাদেরকে আরো বেশি মহিয়ান করে তুলেছে। উত্তম পালকের হৃদয় মমতায় পরিপূর্ণ, অনুভূতিতে আবেগময়, রক্ষণাবেক্ষণে সর্বদা সজাগ, ভালোবাসায় অকৃপণ।

প্রকৃত মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। তিনি মেষগুলিকে জানে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেষগুলিকে একসাথে জড় করে রাখে, সবুজ তৃণভূমিতে চড়িয়ে বেড়ান, শান্ত জলধারার কাছে নিয়ে যান। উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যিশু সত্যিই মহান।

কাজ এবং প্রেরণ যিশুর জীবনে যেন একনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। নিজের জীবন উৎসর্গ করতে তিনি নেমে এসেছেন এই পৃথিবীতে, জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন কাজের মহিমা। তাই তিনি নিজেকে আর পালক বলছেন না, তিনি নিজেকে বলছেন- আমি উত্তম মেষপালক। আর এই উত্তম মেষপালকের মধ্যদিয়ে এসেছে মুক্তি, পরিত্রাণ। উত্তম মেষপালকের বৈশিষ্ট্য আরো কার্যকরি হয় তাঁর মেষদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যদিয়ে, মনোভাবের মধ্যদিয়ে। যিশু উত্তম মেষপালক, কারণ তিনি শর্তহীন ভালোবাসায় ভালোবাসেন আমাদের, বিপদে আপদে রক্ষা করেন, ব্যথিত ক্ষতস্থান তিনি পরিষ্কার করেন, প্রয়োজনে কোলে তুলে নেন। জড়িয়ে ধরেন ভালোবাসার হৃদয়ে। অনুভব করেন ভয়ে দিশাহারা হৃদয়ের স্পন্দন।

উত্তম মেষপালক শব্দটি কত আবেগ জাগায় মনে। প্রবক্তা জেরেমিয়ার মধ্যদিয়েও ঈশ্বর সে বাণী প্রচার করেন- আমি তখন তোমাদের জন্যে আমার মনের মতোই গণপালকদের এনে দেব; তোমাদের প্রতিপালন করবে তারা জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে। ঈশ্বর যুগে যুগে চেয়েছেন যেন আমরা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে থাকি। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে পাঠানোর মধ্যদিয়ে যেন তা পূর্ণ করলেন। তিনি সেই উত্তম পালক যিনি আমাদেরকে তাঁর পিতার রাজ্যের দিকে নিয়ে যায়।

আজ উত্তম মেষপালকের রবিবার পালন করা হচ্ছে। মাতা মণ্ডলী আমাদের অনুরোধ জানান আমরা যেন আহ্বান বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি এবং উত্তম মেষপালক যিশুকে নিয়ে ধ্যান করি। পুরাতন নিয়মে রাজা, প্রবক্তা, যাজকশ্রেণি, পরিচালক যাদের তুলনা একজন মেষপালকের সাথে। সেই অর্থে আমরাও আমাদের অবস্থানে থেকে সবাই কোন না কোন ভাবে সেই দায়িত্ব পেয়ে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হলো আমরা কতজন সেই উত্তম পালক যিশুর মতো হতে পারি? মণ্ডলীতে আমরা যারা সেই যাজকীয় সেবা কাজে রয়েছি, ব্রতীয় জীবনে রয়েছি, ভক্তের জীবন যাপন করছি, আমরা কি আমাদের উত্তম পালক যিশুর মতো হতে পেরেছি? সাধু পিতরকে যিশু জিজ্ঞাসা করেছিল -তুমি কি আমাকে ভালোবাস? তাহলে তুমি আমার মেষদের পালন কর। সেই একই পিতর যিশুকে জেনেছিল, যিশুকে ভালোবেসেছিল, যিশুর জন্য জীবন দিয়েছিল। আমাদের সমস্ত সেবা কাজ বৃথা যায় যদি আমরা আমাদের সেই ভালোবাসা দেখাতে না পারি।

অনেক সময় হয়তো আমাদের মধ্যে এই দিক গুলো ফুটে ওঠে- যারা একটু অন্য প্রকৃতির, যারা ধর্ম কর্ম করেনা, যারা নেশাগ্রস্থ, অশিক্ষিত, গরীব। হয়তো ইচ্ছা করে, না হয় মনের অজান্তে তাদেরকে দূরে রাখি, বঞ্চিত করি, বাদ দেই বা সামনে আনতে চাই না। এদের জন্য কি উত্তম পালকের কাজ বাঁধা গ্রস্থ হচ্ছেনা? হারানো ভেড়াটিকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত পালক ফিরে আসেনা। হারানো ভেড়াটিকে পাওয়া মাত্রই তার আনন্দ। পরম যত্নে কাঁধে তুলে নেন। পড়ে যাবার ভয় নেই, হারিয়ে যাবার ভয় নেই। তাই আসুন আমরা হয়ে উঠি প্রকৃত মেষ তাহলে আমরা পাব উত্তম পালকের যত্ন, হয়ে উঠি প্রকৃত পালক তবেই আমরা বুঝতে পারব পালক হওয়ার আনন্দ, নিতে পারব অন্যেকেও নিজের কাঁধে॥

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। মে মাস মা-মারীয়ার মাস। তাই মে মাসের জন্য মা-মারীয়ার বিষয়ে লেখা এবং একই সাথে মা দিবস উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫, **E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১তম বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পুণ্য পিতার বাণী
আশার বীজ বপন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহূত

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

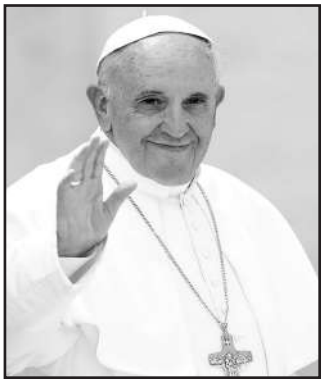

প্রতি বছর আহ্বান বৃদ্ধির জন্যে উদ্‌যাপিত বিশ্ব আহ্বান দিবসটি আমাদের কাছে আমন্ত্রণ জানায় যেন আমরা প্রত্যেকের জীবনে প্রভুর দেয়া মহামূল্য আহ্বানের কথাটি চিন্তা করি, বিশ্বস্ত তীর্থযাত্রী ঐশজনগণের সদস্য হিসেবে আমরা যেন তাঁর প্রেমময় পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন জীবন পথের মধ্যদিয়ে মঙ্গলসমাচারের সৌন্দর্য্যকে বাস্তবে রূপদান করতে পারি। ঈশ্বরের সেই ডাক বা আহ্বান শ্রবণ করা কোনক্রমেই আরোপিত কোন কর্তব্য নয়, এমনকি একটি ধর্মীয় আদর্শের নামেও তা নয়। সেই ডাকটি শ্রবণ করাই হলো সুখী হওয়ার জন্য আমাদের গভীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের সবচেয়ে নিশ্চিত উপায়। আমরা যে জীবনেই থাকি না কেন, আমাদের জীবন তখনই পূর্ণতা পায় যখন আমরা আবিষ্কার করি আমরা কে, আমাদের মধ্যে ঐশদানগুলো কি, কোথায় আমরা সেগুলোকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারি এবং কোন পথ আমরা অনুসরণ করতে পারি যেন সকলের কাছে ভালোবাসা, উদার গ্রহণযোগ্যতা, সৌন্দর্য ও শান্তির চিহ্ন ও মাধ্যম হতে পারি।

তাই এই দিনটি একটা সুন্দর উপলক্ষ্য যখন প্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা স্মরণ করি তাদের কথা যাঁরা বিশ্বস্ত, অধ্যবসায়ী ও প্রায়শই গোপন প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সমস্ত সত্ত্বাকে উজার করে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। স্মরণ করি পিতা-মাতাদের কথা যারা প্রথমেই নিজেদের কথা ভাবেন না কিংবা এ যুগের ক্ষণস্থায়ী খেয়াল-খুশি মতো চলেন না, কিন্তু নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলেন ভালোবাসা ও দয়া দ্বারা চিহ্নিত সম্পর্ক-বন্ধনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে গ্রহণ করেন জীবনের দান, তাদের সন্তানদের বৃদ্ধিলাভ ও পরিপক্কতার জন্য তারা নিজেদেরকে উজার করে দেন। আমি তাদের কথা স্মরণ করি যারা অন্যদের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যারা বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রাম করে চলেছেন যেন গড়ে তোলা যায় আরও ন্যায়সঙ্গত এক বিশ্ব, আরও দৃঢ় এক অর্থনীতি, আরও ন্যায়সঙ্গত সামাজিক নীতি এবং আরও মানবিক এক সমাজ ব্যবস্থা। এক কথায়, স্মরণ করছি মঙ্গল ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ সেই সব নর-নারীর কথা যারা সর্বসাধারণের মঙ্গলরে জন্যে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্মরণ করি সেই সকল উৎসর্গীকৃত নারী-পুরুষের কথা যারা নিজেদের জীবন প্রভুর কাছে উৎসর্গ করেছেন প্রার্থনার নীরবতায় এবং প্রৈরিতিক কাজে, তাদের কেউ কেউ সমাজের একেবারে প্রান্তে অবস্থান করছেন, অক্লান্তভাবে এবং সৃজশীলভাবে তাদের চারপাশে অবস্থানরত মানুষের সেবার তরে নিজেদের ক্যারিজমগুলো অনুশীলন করে চলেছেন। আমি আরো স্মরণ করি তাদের কথা যারা অভিষিক্ত যাজকরূপে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, মঙ্গলসমাচার প্রচারে নিবেদিত হয়েছেন, পুণ্য খ্রিস্টযাগের রুটি ভাঙ্গনের সাথে সাথে নিজেদের জীবনকেও তাদের ভাই-বোনদের জন্য ভেঙ্গে দিচ্ছেন, আশার বীজ বপন করে চলেছেন আর এভাবে ঐশরাজ্যের সমস্ত সৌন্দর্য উন্মোচন করে যাচ্ছেন।

যুবাদের কাছে, বিশেষ করে যারা খ্রিস্টমণ্ডলী থেকে নিজেদের দূরবর্তী বা তার সম্পর্কে অনিশ্চিত বোধ করেন, তাদের কাছে আমি এই কথা বলতে চাই : যিশু যেন তোমাদেরকে তাঁর কাছে টেনে নিতে পারেন। মঙ্গলসমাচার পড়ে তোমাদের যত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যিশুর কাছে তুলে ধর ; তাঁর উপস্থিতি দ্বারা তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে দাও যা সবসময়ই আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর সংকট উস্কে দেয়। অন্য যে কারও চাইতে যিশু আমাদের স্বাধীনতার মর্যাদা দেন। তিনি চাপিয়ে দেন না কখনও, কিন্তু প্রস্তাব করেন। তোমাদের জীবনে তাঁকে স্থান দাও, তবে দেখবে যে তোমরা তাঁকে অনুসরণ করে সুখের পথ খুঁজে পাবে। আর তোমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সঁপে দাও – এটা কি তাঁকে তোমাদের কাছে চাইতে হবে!

চলমান এক ঐশজনগণ

বৈচিত্রময় হওয়া সত্ত্বেও বিবিধ ক্যারিজম ও আহ্বান জীবনের মধ্যে যে পলিফোনি (বহুস্বরিক সমন্বয়) রয়েছে তা খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বযুগেই স্বীকৃতি দেয় এবং তার সাথে চলে। ক্যারিজম ও আহ্বানগুলির মাঝে বিদ্যমান সেই বৈচিত্র্য অথচ ঐকতান আমাদের সহায়তা করে খ্রিস্টান হওয়ার অর্থ কী তা আরও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে। পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে এবং খ্রিস্টের দেহে জীবন্ত প্রস্তর রূপে এই জগতে ঈশ্বরের আপন জনগণ হিসেবে আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা বৃহৎ একটি পরিবারের সদস্য-সদস্যা, স্বর্গীয় পিতার সন্তান আর আমরা একে অপরের ভাই-বোন। আমরা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নই, বরং এক বৃহত্তর সমগ্রের অংশ। সেই অর্থে বিশ্ব আহ্বান দিবসটির একটি সিনডীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে : আমাদের ক্যারিজমের বৈচিত্র্যের মধ্যেও একে অপরের কথা শুনতে এবং একত্রে পথ চলতে আমরা আহূত যেন আমরা একে অপরকে স্বীকৃতি দিতে পারি এবং অনুধাবন করতে পারি যে পবিত্র আত্মা সকলের মঙ্গলের জন্য আমাদের কোন পথে চালনা করেন।

এই সময়ে তাই আমাদের সকলের একত্র যাত্রা হলো ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষের জয়ন্তী বর্ষে উপনীত হওয়া। আসুন, আমরা পুণ্য বর্ষের দিকে আশার তীর্থযাত্রী হিসেবে এগিয়ে যাই, কেননা আমাদের নিজ নিজ আহ্বান জীবন এবং পবিত্র আত্মার নানাবিধ দানের মাঝে তার অবস্থান আবিষ্কার করার মধ্যদিয়ে জগতের জন্য আমরা যিশুর দেখা স্বপ্নের একটিমাত্র মানব পরিবারের দূত ও সাক্ষী হয়ে উঠতে পারবো, যে মানব পরিবার ঈশ্বরের ভালোবাসায় এবং মানবপ্রেম, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ।

এই দিনটি বিশেষ ভাবে উৎসর্গীকৃত যেন আমরা পরম পিতার কাছে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে পুণ্য আহ্বানের মহাদানের জন্য অনুনয় করি : "ফসলের মালিককে মিনতি জানাও যেন তিনি তাঁর ফসল কাটার জন্য মজুর প্রেরণ করেন" *(লুক ১০:২)*। আমরা সবাই জানি যে প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে কথা বলার চেয়ে আরো বেশি করে তাঁর কথা শ্রবণ করা। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের সাথে কথা বলেন এবং তিনি চান যেন আমরা হৃদয়কে উন্মুক্ত, আন্তরিক ও উদার অবস্থায় রাখি। তাঁর বাণী যিশু খ্রিস্টে মানব দেহ ধারণ করে আমাদের কাছে পিতার সম্পূর্ণ ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন। এ বছর প্রার্থনায় ও জয়ন্তী বর্ষের প্রস্তুতিতে মগ্ন থেকে আমরা সকলেই আহূত হয়েছি আমাদের সামর্থ্যের অমূল্য আশীর্বাদটি পুনরায় আবিষ্কার করতে যাতে করে আমরা প্রভুর সাথে আন্তরিক সংলাপের মধ্যে প্রবেশ করি এবং এভাবে আশার তীর্থযাত্রী হয়ে উঠতে পারি। কারণ,

"প্রার্থনা হলো আশার প্রথম শক্তি। আপনি প্রার্থনা করেন আর আশা বৃদ্ধি লাভ করে, এগিয়ে যায়। আমি বলবো যে প্রার্থনা আশার দুয়ার খুলে দেয়। আশা রয়েছে, কিন্তু আমার প্রার্থনা দ্বারা আমি দুয়ারটি খুলে দিই" (*কাটেকেসিস*, ২০ মে ২০২০)।

আশার তীর্থযাত্রী ও শান্তির স্থাপক

তীর্থযাত্রা বলতে কি বোঝায়? যারা তীর্থযাত্রা করেন তারা সর্বোপরি গন্তব্য-লক্ষ্যটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, তাদের হৃদয়-মনে সর্বদা তা ধারণ করেন। তবে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদেরকে প্রতিটি পদক্ষেপে মনোনিবেশ করতে হয়, অর্থাৎ হালকা হয়ে যাত্রা করা, যা তাদের চলন ভারী করে তোলে তা থেকে মুক্ত হওয়া, যা আবশ্যক কেবল তা বহন করা, এবং সমস্ত ক্লান্তি, ভয়, অনিশ্চয়তা ও দ্বিধাকে দূরে ঠেলার জন্য প্রতিদিন সংগ্রাম করা। তীর্থযাত্রা হওয়ার অর্থ হলো প্রতিদিন যাত্রা শুরু করা, নতুন করে আরম্ভ করা, যাত্রার বিভিন্ন পর্যায় অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যম ও শক্তি পুনরুদ্ধার করা। যতই ক্লান্তিকর ও কঠিন হোক না কেন, সেই যাত্রা আমাদের চোখের সামনে সর্বদা নতুন দিগন্ত ও পূর্বের অজানা দৃশ্যগুলো উন্মোচন করে।

এই হলো খ্রিস্টীয় তীর্থযাত্রার চূড়ান্ত অর্থ : ঈশ্বরের ভালোবাসাকে আবিষ্কার করতে এবং একই সাথে নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে আমরা একটি যাত্রা আরম্ভ করি যা সম্পন্ন হয় অন্যদের সাথে সম্পর্কের দ্বারা পুষ্ট একটি অন্তর যাত্রার মাধ্যমে। আমরা তীর্থযাত্রা কারণ আমরা ঈশ্বরের আহ্বান পেয়েছি : আমরা আহূত ঈশ্বরকে ও একে অপরকে ভালোবাসতে। এ জগতে আমাদের তীর্থযাত্রা কোনক্রমেই অর্থহীন যাত্রা কিংবা লক্ষ্যহীন বিচরণ নয়, বরং প্রতিদিন ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা একটি নতুন বিশ্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করি যেখানে মানুষ শান্তি, ন্যায্যতা ও ভালোবাসায় বসবাস করতে পারবে। আমরা আশার তীর্থযাত্রা কারণ আমরা একটি উত্তম ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এটি শেষ পর্যন্ত প্রতিটি আহ্বান জীবনেরও লক্ষ্য : আশার মানুষ হয়ে ওঠা। ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায় হিসেবে বিচিত্র ক্যারিজম ও সেবাকাজের মধ্যেও আমরা সকলেই আহূত আশার মঙ্গলসমাচার-বার্তা মূর্ত ও প্রচার করতে এমন এক বর্তমান জগতে যা যুগান্তকারী চ্যালেঞ্জ দ্বারা জর্জরিত। সেই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিকর ভূত-বিগ্রহ, উন্নত ভবিষ্যতের সন্ধানে মাতৃভূমি ছেড়ে পালানো অভিবাসীদের বন্যা, দরিদ্রদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, আমাদের গ্রহের স্বাস্থ্যকে নিয়ে অপরিবর্তনীয়ভাবে আপস করার হুমকি। প্রতিদিন আমরা যে সমস্ত কঠিন পরিস্থিতির শিকার হই, সেগুলি সম্পর্কে যখন কিছু বলার থাকে না, তা কখনও কখনও আমাদের হাল ছেড়ে দেওয়া বা পরাজয় স্বীকারের মধ্যে নিমজ্জিত করে।

তাই আজকের দিনে এটি অবধারিত যে আমরা খ্রিস্টান ভাইবোনেরা আশায় পরিপূর্ণ একটি স্থির দৃষ্টি লালন করবো এবং ঈশ্বরের প্রেম, ন্যায্যতা ও শান্তির রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত হয়ে নিজ নিজ আহ্বান জীবনের আলোকে আরো ফলপ্রসূভাবে কাজ করবো। সাধু পল বলেন : এই আশা "নিরাশ করে না" *(রোম ৫ : ৫)*, যেহেতু প্রভু নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি সর্বদা আমাদের সাথে থাকবেন এবং মুক্তির কাজে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন যা তিনি সম্পন্ন করতে চান সকল ব্যক্তির হৃদয়ে এবং সমস্ত সৃষ্টির "হৃদয়ে"। এই আশা খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মধ্যেই সামনে এগিয়ে চলার শক্তি খুঁজে পায় যার মধ্যে রয়েছে "বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া এমনি এক জীবনী শক্তি"। যেখানে সব মৃত বলে মনে হয়, সেখানে হঠাৎ করেই পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা দেয়। এটি এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। প্রায়শই মনে হয় যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই ; আমাদের চারপাশে আমরা অবিরাম অন্যায়, মন্দতা, উদাসীনতা ও নিষ্ঠুরতা দেখতে পাই। কিন্তু এটিও সত্য যে অন্ধকারের মাঝে নুতন কিছুর উন্মেষ ঘটে এবং আগে বা পরে তা ফলশালী হয়ে উঠে" (*মঙ্গলসমাচারের আনন্দ*, ২৭৬)। আবার, সাধু পল আমাদের বলেন : "আশায় আমার পরিত্রাণ পেয়েছি" *(রোম ৮ : ২৪)*। পাস্কা রহস্যে সাধিত মুক্তিই হলো আশার উৎসস্থল। সে আশা একটি নিশ্চিত ও বিশ্বাসযোগ্য আশা যার গুণে আমরা বর্তমানের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে পারি।

তাই আশার তীর্থযাত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হওয়ার অর্থ হলো খ্রিস্টের পুনরুত্থানের পাথরের উপর আমাদের জীবনের ভিত্তি স্থাপন করা। আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের দেওয়া ও আমাদের যাপিত আহ্বান জীবনের জন্য যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি, তা কখনই বৃথা যাবে না। চলার পথে ব্যর্থতা ও বাঁধা আসতেই পারে, কিন্তু মঙ্গলময়তার যে বীজ আমরা বপন করেছি তা নীরবে বেড়ে উঠছে এবং কিছুই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে আলাদা করতে পারবে না। আর সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যটি হলো খ্রিস্টের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালোবাসায় অনন্তকাল বেঁচে থাকার আনন্দ। এই চূড়ান্ত আহ্বানটি এমন এক বিষয় যা অবশ্যই আমাদের প্রতিদিন প্রত্যাশা করতে হবে। এমনকি এখন ঈশ্বর ও ভাই-বোনদের সাথে আমাদের প্রেমময় সম্পর্কটি হলো ঈশ্বরের দেখা ঐক্য, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আরম্ভ। কেউ যেন এই আহ্বান থেকে বাদ না পড়ে! পবিত্র আত্মার সহায়তায় আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজস্ব ছোট্ট ছোট্ট উপায়ে আমাদের জীবনের বিশেষ অবস্থায় হয়ে উঠতে পারি আশা ও শান্তির বীজ বপক।

সমর্পণ হওয়ার সাহস

এই আলোকে আমি আরো একবার বলবো, যেমনটি আমি লিসবনে বিশ্ব যুব দিবসে বলেছিলাম : "উঠে দাড়াও!" এসো, আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি, উদাসীনতাকে পেছনে ফেলে এসো এগিয়ে যাই, এসো আমরা কারাগারের দরজা খুলে দেই যেখানে আমরা প্রায়ই নিজেদের আবদ্ধ রাখি, যাতে করে আমরা প্রত্যেকে মণ্ডলীতে ও বিশ্বে আমাদের নিজ নিজ আহ্বানকে আবিষ্কার করি, এবং আশার তীর্থযাত্রী ও শান্তির নির্মাতা হয়ে উঠি! এসো আমরা জীবন সম্পর্কে উৎসাহী হই এবং আমাদের চারপাশে বসবাসকারী মানুষের ভালোবাসা ও সেবায় নিজেদের সমর্পণ ও অঙ্গীকারবদ্ধ করি। আমি আবার বলছি : "সমর্পণ করার সাহস রাখ!" মানব সেবার একজন অক্লান্ত প্রেরিতপুরুষ ফাদার অরেস্তে বেঞ্জি যিনি সর্বদা দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে ছিলেন, তিনি বলতেন যে কেউ এত দরিদ্র নয় যে দেওয়ার মতো কিছুই নেই, আবার কেউ এত ধনীও নয় যে পাওয়ার মতো কিছুই নেই।

তাই, এসো, আমরা উঠে দাঁড়াই এবং আশার তীর্থযাত্রী হিসেবে সামনে এগিয়ে চলি, যাতে করে এলিজাবেথের জন্য মারীয়ার মতে আমরাও হতে পারি আনন্দের বার্তাবাহক, নব জীবনের উৎস এবং ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির কারিগর।

রোম, লাতেরানে সাধু যোহনের মহামন্দিরে প্রদত্ত, ২১ এপ্রিল ২০২৪, পুনরুত্থান কালের চতুর্থ রবিবার।

পোপ ফ্রান্সিস

বিশ্ব আহ্বান দিবস ২০২৪ উপলক্ষে পিএমএস জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ্ বাংলাদেশ-এর জাতীয় অফিসের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই পাস্কা পর্বের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। আগামী ২১ এপ্রিল ২০২৪ (পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবার) বিশ্ব জুড়ে পালিত হবে ৬১তম বিশ্ব আহ্বান দিবস। এই দিনে সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয় যেন ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আরো বেশি সেবাকর্মীর (পুরোহিত, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, আরো অনেক যুবা ভাই-বোনেরা ঈশ্বরের ডাক শুনে যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী রূপে মণ্ডলীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে উৎসাহিত হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'ফসল প্রচুর কিন্তু মজুর অল্প; তাই তোমরা ফসলের মালিককে মিনতি জানাও যেন তিনি তাঁর ফসল তোলার জন্যে কর্মীদের প্রেরণ করেন" *(মথি ৯:৩৭)* – এই দিনটি প্রভু যিশুর সেই নির্দেশ বাস্তবায়নেরই একটি বিশেষ উপলক্ষ্য।

পুণ্য পিতার বাণীর আলোকে এ বছর বিশ্ব আহ্বান দিবসের মূলভাব হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছি : 'আশার বীজ বপন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আহুত'। খ্রিস্টমণ্ডলীতে আহ্বান জীবন অনেক বৈচিত্রময়, রয়েছে নানা জীবন পথ, অথচ মণ্ডলী হিসেবে সকল আহ্বান জীবনের মধ্যে রয়েছে একটি অন্তর্নিহিত বহুস্বরিক সমন্বয়। বিচিত্রতা হুমকি স্বরূপ নয়, বরং তা মণ্ডলীর সম্পদ। পৃথিবীতে এই বিচিত্রতাকে ঘিরে কাজ করে যত ভয় ও সংশয়, দানা বেঁধে ওঠে বিভেদ, আঞ্চলিকতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব আরো কতো কি। বর্তমান জগতের দিকে তাকালে অনেক সময় নিরাশ হওয়ার অনেক হাতছানি দেখা যায়। তবুও পুণ্য পিতা আমাদের, বিশেষ করে যারা আহ্বান জীবনে উৎসর্গীকৃত রয়েছেন, তাদের আশার নর-নারী হওয়ার অনুরোধ করেন। আশার বীজ বপক ও শান্তির স্থাপক হিসেবে জগতে তাদের সাক্ষ্যদানের উদাত্ত আহ্বান জানান।

পোপ ফ্রান্সিস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রতিটি আহ্বান জীবনের লক্ষ্য হলো আশার মানুষ হয়ে ওঠা। ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায় হিসেবে বিচিত্র ক্যারিজম ও সেবাকাজের মধ্যেও আমরা সকলেই আহুত হয়েছি আশার মঙ্গলসমাচার-বার্তাকে বাস্তবে মূর্ত করা ও প্রচার করা এমন এক জগতে যা যুগান্তকারী নানা চ্যালেঞ্জের দ্বারা জর্জরিত।... তাই আজকের দিনে এটি অবধারিত যে আমরা খ্রিস্টানরা আশায় পরিপূর্ণ একটি স্থির দৃষ্টি লালন করবো এবং ঈশ্বরের প্রেম, ন্যায্যতা ও শান্তির রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত হয়ে নিজ নিজ আহ্বান জীবনের আলোকে আরো ফলপ্রসূভাবে কাজ করবো। সেই আশা খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মধ্যেই সামনে এগিয়ে চলার শক্তি খুঁজে পায় যার মধ্যে রয়েছে "বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া এমনি এক জীবনী শক্তি"। যেখানে সব মৃত বলে মনে হয়, সেখানে হঠাৎ করেই পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা দেয় যা এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। কখনও কখনও মনে হয় যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই ; আমাদের চারপাশে আমরা অবিরাম অন্যায়, মন্দতা, উদাসীনতা ও নিষ্ঠুরতা দেখতে পাই। কিন্তু এটিও সত্য যে অন্ধকারের মাঝে নুতন কিছুর উন্মেষ ঘটে এবং আগে বা পরে তা ফলশালী হয়ে উঠে"।

বিশ্ব আহ্বান দিবসের আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই দিন খ্রিস্টযাগে আমরা সাধারণত উত্তম মেষপালক বিষয়ক মঙ্গলসমাচার শুনে থাকি। তাই বিশ্ব আহ্বান দিবসের পাশাপাশি এই দিনটিতে পালিত হয় উত্তম মেষপালক প্রভু যিশুর পর্ব। এই দিনে প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ও সেই ধর্মপ্রদেশে কর্মরত সকল পুরোহিত বিশেষত যারা বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পালক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করা হয় যেন উত্তম মেষপালক যিশুর আদর্শে ঐশ জনগণের সেবায় তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতে পারেন এবং প্রভু যেন মণ্ডলীতে আরো অনেক উত্তম পালক দান করেন যাদের মধ্যদিয়ে প্রভুর পরিত্রাণদায়ী কাজ অব্যাহত থাকবে মণ্ডলীর অঙ্গনে।

প্রতি রবিবারের মতো আহ্বান দিবসের রবিবার দিনও আমরা খ্রিস্টযাগে যোগদান ও প্রার্থনা করার পাশাপাশি গির্জায় আমাদের কৃতজ্ঞতার দান দিয়ে থাকি। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের দেশে বিশ্ব আহ্বান রবিবারে উত্তোলিত সমস্ত দান পাল-পুরোহিতগণ নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশের বিশপের হাতে তুলে দিতে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। পরে বিশপগণ তা পি.এম.এস. জাতীয় অফিসে প্রেরণ করে। জাতীয় অফিস সেটি রোমে অবস্থিত পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজের অন্তর্ভূক্ত **সাধু পিতরের সংস্থায়** প্রেরণ করে– যা দিয়ে একটি বিশ্বজনীন সংহতি তহবিল (universal solidarity fund) গঠিত হয়। আর সেই সংস্থার তহবিল থেকেই বিশ্বের অভাবী দেশগুলোতে অবস্থিত সেমিনারী, নভিশিয়েট, গঠনগৃহগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়; বিভিন্ন গঠনগৃহে প্রশিক্ষণরত যুবক-যুবতিদের সার্বিক সুষ্ঠু গঠনে সাহায্য করা হয়; নতুন নতুন গঠনগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে সেখানে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য হলো প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আরো বেশি কর্মী লাভ করা যেন মঙ্গলসমাচার প্রচার ও ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার সফল হয়।

ধর্মপ্রদেশ	দানের পরিমাণ
ঢাকা	২০৫,৬০৮
চট্টগ্রাম	২৫,০৯০
দিনাজপুর	২৫,০০০
খুলনা	২৮,৭৯০
ময়মনসিং	৩৯,৫০০
রাজশাহী	৬৭,০৩০
সিলেট	১০,০০০
বরিশাল	২১,৭৫৫
মোট	**৪২২,৭৭৩**

কথায়: চার লক্ষ বাইশ হাজার সাতশত তেহাত্তর টাকা মাত্র।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাদের সকলকে যাঁরা তাদের জীবনাদর্শ দিয়ে যুবক-যুবতিদের উদ্বুদ্ধ করছেন পুরোহিত কিংবা ব্রতধারি-ব্রতধারিনীর জীবন পথ বেছে নেওয়ার জন্য, ভাবী মিশনারী ও প্রেরণকর্মী হয়ে উঠার জন্য। কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি সকল গঠনদাতা-গঠনদাত্রীকে যারা কঠোর পরিশ্রম ক'রে মণ্ডলীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য ভাবী কর্মী তৈরি করে যাচ্ছেন। সেই সাথে বিগত বছরে আপনাদের সকলের আন্তরিক প্রার্থনা ও উদার দানের জন্য পোপীয় দপ্তরের সাধু পিতরের সংস্থার পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আপনাদের জ্ঞাতার্থে ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে পোপ মহোদয়ের সাধু পিতরের সংস্থার জন্য আপনাদের দান সংগ্রহের পরিমাণ নিম্নে ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক প্রদান করা হল:

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণকর্মী বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে সুসমাচার প্রচার ও ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য আপনাদের এই উদার প্রার্থনা, ত্যাগ-স্বীকার ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশ্ব আহ্বান দিবস ২০২৪ পালন সার্থক ও সুন্দর হোক – সেই প্রত্যাশা করি।

খ্রিস্টেতে,

ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ

জাতীয় পরিচালক, পিএমএস বাংলাদেশ।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান: ঐশজ্যোতির মানুষ হওয়ার আহ্বান

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

আমাদের মুক্তিদাতা খ্রিস্ট পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। পুনরুত্থান উৎসব হল আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের প্রধান উৎসব ও আনন্দময় ঘটনা। পুনরুত্থান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'পুনরায় উত্থান'। পুনরুত্থান হল পুনরায় জেগে ওঠা, উত্থিত হওয়া, শুরু করা, জীর্ণতা ত্যাগ করা, প্রত্যাশায় পথ চলা, সর্বোপরি যিশুতে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হয়ে নতুন এক আলোর সন্ধান পাওয়া। পুনরুত্থান পর্বটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে সেই আদি মণ্ডলীর কেন্দ্রিয় উৎসব হিসেবে। খ্রিস্টীয় জীবনে বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হল প্রভু যিশু যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করেছেন। আমরা সবাই খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। সেই সাথে আমরা এ-ও বিশ্বাস করি যে, আমরাও একদিন সশরীরে পুনরুত্থিত হব। পুনরুত্থান কেবল আক্ষরিক অর্থে নতুন জীবন পাওয়া বা লাভ করা-ই নয়। এই পুনরুত্থান হল পুনরায় জীবনে উত্থান। যখন আমাদের জীবনে পুনরুত্থান বা উত্থান ঘটে, তখনই আমাদের জীবনে নতুন করে আলো ফুটে ওঠে। তপস্যাকালে আমরা ক্রুশের পথে যাত্রা করেছি। প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগের মধ্যদিয়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করেছি; যেন জীবনে নতুন আলো লাভ করতে পারি। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোয় সিক্ত হয়ে আমরা প্রত্যেকে যেন জীবন পথে এগিয়ে চলতে পারি।

পুনরুত্থান আমাদের অনন্ত জীবনের আশ্বাস দেয়। পুনরুত্থান আমাদের খ্রিস্টে বিশ্বাসী করে তোলে, যে খ্রিস্টবিশ্বাস আমাদের অন্তরে আশা সঞ্চার করে। এই আশা আমাদেরকে সকল মন্দতা পরিহার করতে, পবিত্রতায় জীবন যাপন করতে এবং সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তাঁকে ভালোবাসতে খ্রিস্ট প্রভু আমাদের প্রত্যেককে সেই আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন ক্রুশীয় মৃত্যু বরণের মধ্যদিয়ে। তিনি চেয়েছেন আমরা যেন তাঁর মহিমান্বিত জীবনে প্রবেশ করতে পারি। যিশুখ্রিস্ট এসেছিলেন আমাদের মুক্তি দিতে, যেন আমরা নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে পারি। আমাদের এই রূপান্তর অন্ধকার থেকে আলোর ঠিকানায়; মৃত্যু হতে অনন্ত জীবনে, দাসত্ব থেকে মুক্তির পথে; মলিনতা হতে শুদ্ধতায় এবং দুঃখ থেকে শান্তির রাজ্যে বসবাস করার জন্য। আমরা পাপী ছিলাম কিন্তু খ্রিস্ট আমাদের ধার্মিক ক'রে গড়ে তুলেছেন। আমাদের দৈনদিন যাপিত জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুকেই বরণ করি। আর একই সাথে আমাদেরকে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতাও করতে হয়; কেননা আমাদের জীবন কোন ভাবেই মৃত্যুতে শেষ নয়। তাই তো আমরা পরাজয়েও বিজয়ের স্বপ্ন দেখি, হতাশায়ও আশার ঘর বাঁধি, অসুস্থতায়ও সুস্থতার পথ খুঁজি, সমস্যায় সমাধানের পথ রচনা করি। বাতাসে তাড়িত তুষ বা ধূলিকণার মত আমাদের এই জীবন নয়। আমরা খ্রিস্টান; খ্রিস্ট আমাদের আমরা খ্রিস্টের। আমরা মরণে থেমে যাব না বরং পুনরুত্থানে এগিয়ে যাব। আমরা নিঃশেষ হতে আসিনি বরং চিরঞ্জীব হতে আমরা এক পাড় অন্য পাড়ে যাই। আমাদের সাধনা ও সন্ধান কোন নশ্বর জীবনের জন্য নয়। আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন আমাদের সকলের জন্য; আমাদের জীবনের জন্য।

আমাদের জীবনে পুনরুত্থান উৎসব যেন পাথর সরানোর উৎসব! প্রভু যিশুর কবরে পাথর সরানো অবস্থায় ছিল এবং সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল আলোক-রশ্মি। পাথর দিয়ে যখন কোন কিছু ঢাকা থাকে তখন কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে নতুনত্ব থাকে না। যখন পাথর সরানো হয় তখন মাত্র মানুষ সেখানে প্রবেশ করতে পারে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যেও অনেক ছোট বড় পাথর রয়েছে। অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, অন্যকে ঘৃণা করার প্রবণতা, মিথ্যা বলা, সমালোচনা ও অন্যের সুনাম নষ্ট করা, অন্যের ভালো সহ্য না হওয়া, অন্যকে ক্ষমা না করা, অন্যের অমঙ্গল কামনা করা এবং অনেক সময় নিজেকেই গ্রহণ করতে না পারা এগুলো আমাদের জীবনের এক একটি পাথর। এই সমস্ত পাথর যখন আমাদের হৃদয়ে থাকে, তখন আমাদের প্রতিদিনকার বোঝা অনেক ভারি হয়ে ওঠে। তখন আমরা সহজ মানুষ হতে পারি না। খ্রিস্টের আলো তখন আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। আর যখন-ই আমরা হৃদয় থেকে একে একে পাথর সরাতে পারি তখন আমাদের জীবনে খ্রিস্টের আলো প্রবেশ করতে পারে। তখন আমরা নতুন মানুষ হই।

প্রভু যিশুর শিক্ষানুসারে, কোন বীজ যখন মাটিতে বপন করা হয় তখন সে তার পুরাতন আমিত্বকে ত্যাগ করে। কারণ পুরাতনকে ত্যাগ করার মধ্যদিয়ে সে নতুনকে গ্রহণ করে। আমাদেরও ঠিক তেমনি ভাবে পুরাতন আমিত্বকে ত্যাগ করতে হয় নতুন আমিত্বকে পরিধান করার জন্য। আমাদের জীবনে নতুন আমিত্ব হল পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- 'ক্ষুদ্রকে ত্যাগ কর বৃহৎকে পাওয়ার জন্য'। প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানের পূর্ব রাত্রিতে অর্থাৎ নিস্তার জাগরণী উপাসনায় আমরা বেশ অর্থপূর্ণ চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহার করে থাকি। যেমন- প্রথমটি হল আগুন; যা আলোর উৎস। আমরা আলোর উৎসব করি। আলোর শোভাযাত্রা রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত করে। নিস্তার প্রদীপ হয়ে ওঠে সকল আলোর উৎস, যা ঘোষণা করে স্বয়ং খ্রিস্টই হলেন দিনের নক্ষত্র। এই নক্ষত্র কখনো অস্তমিত হয় না। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আপন জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকার ঢেকে দেন। দ্বিতীয়টি হলো জল, যা জীবনের উৎস। এই পুণ্য জল লোহিত সাগর, অর্থাৎ কান্না, মৃত্যু ও ক্রুশের রহস্য আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এখন এই জল আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে জীবন জল, যা শুষ্কতায় আমাদের সিক্ত করে। এভাবে জল আমাদের দীক্ষাস্নানের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পরিত্রাতা প্রভু যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়ে উঠি। পুনরুত্থিত খ্রিস্টে দীক্ষিত হয়ে আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি। দীক্ষাস্নানে আমরা আমাদের পুরনো সত্ত্বাকে সমাহিত করি এবং খ্রিস্টে নব জীবন লাভ করি। আমরা হয়ে উঠি এক নতুন মানুষ ও নতুন সৃষ্টি। যিশুখ্রিস্ট আমাদের পাপের শৃঙ্খল ছিন্ন করে দান করেছেন বিজয় ও স্বাধীনতা। আজ আমরা বিজয়ী। আজ আমরা স্বাধীন। তাই মৃত্যুর সাথে আর নয় আমাদের বসবাস। আমরা অন্ধকার ঘৃণা করি, কারণ আমরা আলোর সন্তান, আলোর পথের যাত্রী।

ঈশ্বর কখনো চান না আমরা মৃত্যুর মধ্যে থেকে যাই, মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যাই। হ্যাঁ, মানুষ হিসেবে আমরা মৃত্যুকে মেনে নেই। ঈশ্বর মানুষকে আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানব জীবন অবিনশ্বর হওয়ার কথা। তবে কেন আমাদের জীবনে মৃত্যু আসে? ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এই চিরন্তন সম্পর্ক শয়তান কিন্তু সহ্য করতে পারেনি। তাই শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করে যেন মানব সন্তান ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক

ছিন্ন করে। শয়তানের পথে যারা পা বাড়ায় তারা জীবনকালেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। শয়তানের সঙ্গী হওয়া মানেই মৃত্যুকে মেনে নেয়া। এভাবেই ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তবে মানুষের এ মৃত্যু মানুষের আদি মর্যাদাকে কেড়ে নিতে কিংবা ক্ষুণ্ন করতে পারে না। শয়তান চিরকালের জন্য আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। কেননা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট পুনরুত্থানের গুণে পাপের ও শয়তানের রাজত্ব চূর্ণ করেছেন। খ্রিস্ট মানব রচিত পাপ-পঙ্কিলতা আপন কাঁধে নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে আমাদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা যখন খ্রিস্টকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে রাখি তখন মৃত্যু আমাদের জন্য কোন বিষয়ই নয়।

পুনরুত্থান হল নীরবতা ও প্রত্যাশার দিন। আমাদের পরিত্রাণের ইতিহাস কত দীর্ঘ, কত সুন্দর, কত পবিত্র। প্রথমেই ছিল সৃষ্টির সেই নীরব অবধিকাল। সবই নিস্তব্ধ ছিল; ঈশ্বরের বাণীতে সবই সৃষ্ট হয়েছিল এবং সবই উত্তম ছিল। পিতা ঈশ্বরের সৃষ্টির ক্ষমতায় নিস্তার রাত্রিতে একটি আশ্চর্য ও একটি মহান ঘটনা ঘটেছে; যিশু পুনরুত্থান করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আমাদের জীবনেও নতুন জীবনী শক্তি এসেছে। যিশু জীবন জ্যোতি, তাঁর সঙ্গে আমরা জীবনের পথ খুঁজে পাই। যিশু মুক্তিদাতা, তাঁর দয়ায় আমরা ক্ষমা পেয়ে মুক্ত হই। পূর্বকালের পুণ্যাত্মাগণও অধলোকে মুক্তির আশায় জেগে ছিল। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট প্রভু তাঁদেরও স্বাধীন করে তুলেছেন। বিজয়ী খ্রিস্টরাজার সাথে তাঁরাও পিতার শাশ্বত ভবনে প্রবেশ করেছেন। পুনরুত্থান পর্বের আরেকটি নাম হল পাস্কা। পাস্কা অর্থ হল "যাত্রা"; মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা, পাপ থেকে পুণ্যের পথে যাত্রা। ইস্রায়েল জাতি ৪০০ বছর পর মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে প্রতিশ্রুত দেশের উদ্দেশে মরুভূমির পথ ধরে ৪০ বছর যাত্রা করেছিলেন। এভাবে তারা সেই দুগ্ধ-মধু প্রবাহিত দেশে প্রবেশ করেছিলেন। আর পিছনে ফেলে এসেছিলেন মৃত্যু, দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃঙ্খল।

যিশুখ্রিস্ট কেবল দুই হাজার চব্বিশ বছর আগে মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেননি; তিনি আজও আমাদের জন্য প্রতিদিন মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেন। তা অনুধাবন করার জন্য আজ আমাদের হৃদয়ের আরও গভীরে যেতে হবে, বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে হবে। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হল পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে প্রচার করা। সেই সাথে নিজের ও অন্যের বিশ্বাস বৃদ্ধি করা। যারা প্রভুকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তাদেরকে প্রভু সেই মহাদান "বিশ্বাস" দান করেন। যত বেশী করে প্রভু বা প্রতিবেশিকে ভালোবাসা যাবে, তত গভীর হবে আমাদের বিশ্বাসের জীবন এবং আমরা হয়ে উঠব যিশুর একান্ত আপনজন। মানব জীবন থেমে থাকে না। মানব জীবন স্থবির নয় বরং সদা প্রবাহমান। তাই জীবন সরোবরে উত্থান-পতনের তরঙ্গ নিত্য বিরাজমান। আমরা কোনক্রমেই এই অমোঘ বিধান অস্বীকার করতে পারি না। জীবনপথে উত্থান-পতন এমন কোন সমান্তরাল প্রক্রিয়া নয়। আমরা স্বভাবতই ক্রমবর্ধমান উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি, যদিও আমাদের সীমাবদ্ধ সামর্থ তা সমর্থন করে না। ফলশ্রুতিতে, আমাদের যাচ্না ও পাওনার মধ্যে এক বিরাট দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব অগ্রগতি ছেদ করে আমাদের ছন্দপতন ঘটায়। অযাচিত স্খলন আমাদের নিক্ষেপ করে সীমাহীন হতাশায়। আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হই। মন্দতা আমাদের আঁকড়ে ধরে। আমাদের অসৎ জীবনাচরণ পাপের বোঝা আরো ভারি করে তোলে। আমরা ধীরে ধীরে পিতার ভালোবাসা থেকে দূরে চলে যাই, যেহেতু আমরা বারবার মন্দটাকেই বেছে নিই। পুণ্যের চেয়ে মন্দ সহজলভ্য। পুণ্যের জন্য সাধনা করতে হয়, মন্দে সাধনা নিষ্প্রয়োজন। পুণ্যের জন্য অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে হয় আর মন্দ আমাদের আশেপাশে নাচানাচি করে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রভু যিশুখ্রিস্টের দীক্ষাস্নানই পুনরুত্থানের পূর্বচ্ছবি। তাই আত্মশুদ্ধিকালের প্রারম্ভেই মণ্ডলী আমাদেরকে যিশুর দীক্ষাস্নান ধ্যান করার সুযোগ করে দেয়। প্রভু যিশু খ্রিস্টের দীক্ষাস্নান ঘটনাটি আমরা এভাবে প্রত্যক্ষ করি- তিনি মানব জাতির পাপের বোঝা শিরোধার্য করে জর্ডন নদীর জলে ডুব দেন। শুদ্ধকরী ও জীবনদায়ী জল জগতের সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে দিয়ে যায়। তিনি পুনরায় উত্থিত হন। পবিত্র আত্মা যিশুকে ঈশ্বর-পুত্ররূপে আমাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই দায়বদ্ধতায় যিশু আমাদের পাপের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। আমাদের সমস্ত কালিমা তিনি সমাহিত করেন। তাঁর হৃদয় থেকে বের হয়ে আসা জল ও রক্ত দিয়ে তিনি আমাদেরকে ধৌত করেন। তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হয়ে যিশু মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন আর আমরা লাভ করেছি অনন্ত জীবনের সনদ।

প্রভু যিশুর পুনরুত্থান আমাদেরকে আশ্বাস দেয়- যিশুই আমাদের জন্য মুক্তিপণ হয়েছেন যেন আমরা দায়মুক্ত হতে পারি *(মথি ২৬:২৮)*; যিশুর মৃত্যু আমদের স্বাধীন ও চির-জীবন্ত করে তুলে *(ইসা ৫৬:৬-১০; রোমীয় ৪:২৫)*; যিশু মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন, তাই আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই *(২ পিতর ১:১৬; শিষ্য ১:১৩)*; আমরা ঈশ্বরের আত্মাকে আমাদের অন্তরে লাভ করি *(শিষ্য ১:৮; এফে ১:১৯-২০)*; ঈশ্বর আমাদেরকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসেন *(যোহন ৩:১৬-১৭ ও ১ যোহন ১৩:৩৪-৩৫)*; আমাদের জীবনে ঈশ্বর একটি মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন *(মার্ক ৮:৩৫; শিষ্য ১৫:২৬; ফিলি ১:২১)*; আমরা স্বর্গের নাগরিত্ব লাভ করি *(১ পিতর ১:৪; ১ করি ২:৯; যোহন ১৪:৬ ও রোমীয় ১০:৯)*। আর প্রভু যিশু পুনরুত্থিত না হলে- বৃথাই যেতো প্রেরিতশিষ্যদের সুসমাচার প্রচার *(১ করি ১৫:১৪)*; মূল্যহীন হতো আমাদের বিশ্বাস *(১ করি ১৫:১৪)*; প্রেরিতশিষ্যগণ হতেন মিথ্যা জীবনসাক্ষী *(১ করি ১৫:১৫)*; আমরা এখনো পাপে নিমজ্জিত থাকতাম *(১ করি ১৫:১৭)*; আমরা মৃত্যুতেই বিলিন হয়ে যেতাম *(১ করি ১৫:১৮)*।

প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের পর আমরা প্রেরিতদূত সাধু পিতরের মুখে শুনতে পাই এই কথা *(শিষ্য ২:২২-১৪)*, 'শোন, আমি যা বলছি, শুনে রাখ- নাজারেথের যিশু এমন একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর পরিচয় পরমেশ্বর তোমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন নানা অলৌকিক কর্মকীর্তি, অপার্থিব ঘটনা আর ঐশ নিদর্শনের প্রমাণ দিয়ে; তিনি তো যিশুর মধ্যদিয়ে এমন সব কিছু করে গেছেন, তা তোমরা নিজেরাই জান। পরমেশ্বরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে যখন যিশুকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল, তখন তোমরা কিনা তাঁকে একদল ধর্মহীন মানুষের হাতে তুলে দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করালে; তাঁকে মেরেই ফেললে। পরমেশ্বর কিন্তু তাঁকেই মৃত্যুর সেই প্রসব-বেদনার মত দশা থেকে উদ্ধার ক'রে পুনরুত্থিত করেছেন; কারণ তিনি যে মৃত্যুর বশীভূত হয়ে থাকবেন, তা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।' খ্রিস্টমণ্ডলী ও তাঁর পবিত্র ঐতিহ্য আমাদের শিক্ষা দেয়, স্বর্গে কেউ কখনো অরোহণ করেনি, স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ সেই মানবপুত্র ছাড়া; যিনি স্বর্গে রয়েছেন। আসলে যিশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে ছিলেন আর একই সময়ে তিনি স্বর্গেও ছিলেন। এই পৃথিবীতে তিনি দেহধারীরূপে ছিলেন আর স্বর্গে ছিলেন ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায়। ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় তিনি সর্বত্রই ছিলেন। তিনি জননীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু পিতা থেকে কখনো দূরে থাকেননি। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ ঈশ্বর এবং পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁর ঐশরত্বের দ্বারা আমরা সৃষ্ট হয়েছি আর তাঁর মানবত্ব দ্বারা আমরা মুক্তি পেয়েছি। আহা! কি অপূর্ব ঈশ্বরের লীলা! তিনি আপন মহিমায় মানব-সন্তান হলেন যেন মানুষ ঐশ-সন্তান হয়। তিনি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে অবরোহণ করলেন যেন আমরা তাঁর দ্বারা পৃথিবী থেকে স্বর্গে আরোহণ করতে পারি॥

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের তাৎপর্য

মনোতোষ হাওলাদার

ঈশ্বর ৫ দিনে আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও তন্মমধ্যস্ত সমস্ত পশুপাখি বৃক্ষলতাদি সৃষ্টির পরে নিজমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, যেন মানুষ তার প্রশংসা করে ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলে। কিন্তু তাঁর সাধের সৃষ্টি তাঁর কথার অবাধ্য হওয়াতে তিনি ভীষণ কষ্ট পেলেন অতপর তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করে এদেন উদ্যান থেকে বিতারিত করলেন। এর পরে মানুষ যখন পুনরায় পাপে পরিপূর্ণ হল তখন তিনি মানুষকে শাস্তি প্রদানার্থে ৪০ দিন বৃষ্টি বহালেন এবং জল প্লাবন দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করলেন, শুধুমাত্র নোহের পরিবারসহ সমস্ত প্রাণীর এক জোড়া করে রক্ষা করলেন যাতে বংশ বিস্তার করতে পারে। অতপর ঈশ্বর ভীষণ মর্মাহত হলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এভাবে তিনি আর কখনো তার সৃষ্টিকে ধ্বংস করবেন না।

তাঁর প্রতীজ্ঞানুযায়ী তিনি যিশুর জন্মের প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্বে যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন যে, একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠাবেন। যার মাধ্যমে মানবজাতি পাপের মুক্তি পাবে। তাই মানুষ যখন পুনরায় পাপের পঙ্কিলতায় পূর্ণ হলো তখন পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য মা মারীয়ার গর্ভে যিশুকে পাঠালেন। যেহেতু যিশু সাধারণ কোন মনুষ নন তাই তার জন্ম এবং মৃত্যুও সাধারণ নিয়মে হয়নি। তার জন্মের কাহিনী হয়তো সবাই অবগত আছি তাই এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করিনা। যিশুর জন্মের পরে ৩০ বৎর বয়স থেকে ৩৩ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ৩ বৎসর কাজ করেছেন, এসময়ে তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। যার ফলে তৎকালীন সমাজপ্রধান, ফরিসী ও কপটিরা ভাবল সমাজে তাদের আধিপত্য ও প্রভাব ক্ষুন্ন হয়ে যাবে তাই তারা যিশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে দোষ খুঁজতে আরম্ভ করল। কিভাবে যিশুকে অপরাধী হিসাবে প্রতীয়মান করা যায় তাই নিয়ে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পরল। কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্তা এসব বিষয় নিয়ে কোন প্রতিবাদ করেননি, কারণ তিনি জানতেন যে পিতা তাকে পাঠিয়েছেন মানব জাতির মুক্তির জন্য। তিনি এটাও জানতেন যে মানব জাতির মুক্তির জন্য তাকে অপমানিত, লাঞ্চিত ও প্রহারিত হতে হবে। তাই তিনি নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অতপর নিস্তার পর্বের দিন তিনি তার শিষ্যদের বলেছিলেন মনুষ্যপুত্রের অবশেষে ইস্কারতীয় যিহুদা মাধ্যমে যিশু নিজেকে সমর্পন করলেন। তাই আমার মনে হয় যিশুর জন্মদিনের চেয়ে তার মৃত্যু ও পুনরুত্থান দিন গুরুত্ব অধিক। কারণ যিশু যদি মৃত্যুবরণ না করতেন ও পুনরুত্থিত না হতেন তাহলে যিশু যে মুক্তিদাতা তার কোন অস্তিত্ব থাকত না। ঈশ্বরের সংকল্প অনুযায়ী যিশু আমাদের জন্য আকারে প্রকারে মানব রূপ ধারণ করলেন, মানুষের বেশে আমাদের সাথে বসবাস করলেন, আমাদের সমস্ত পাপরাশি নিজ স্কন্ধে ধারণ করলেন, পাপী সাজলেন, কোড়া প্রহার সহ্য করলেন, কাটার মুকুট শিরে ধারণ করলেন, ও ক্রুশে তার অমূল্য রক্ত ঝরালেন যে রক্তের বিনিময়ে তিনি আমাদের ক্রয় করলেন।

তাই আমরা যতবার পাপ করি, যতবার অন্যায় করি, যতবার তার অবাধ্য হই, ততবারই যিশুকে আমরা ক্রুশে দেই। ধৌত শুকর যেমন পুনঃরায় কাদায় যায় তেমনি আমরা যিশুর রক্তে ধৌত হয়ে যতবার পাপের পথে ধাবিত হই ততবার শুকরের মত কাদা মাখি। তাই আসুন নিজেকে পর্যালোচনা করি আমি কি পুনঃরায় কাদায় যাব নাকি যিশু যে আমাকে ধৌত করেছেন সে ভাবে পরিষ্কার থাকব। যদি আমি পুনঃরায় কাদায় নামি তাহলে আমি আর একবার যিশুকে ক্রুশে দিচ্ছি। তাই এই পুনরুত্থানে আসুন প্রতিজ্ঞা করি আমি আর পাপ করবনা, আমি যিশুর রক্তে ধৌত হয়েছি আর পুনরায় যিশুকে ক্রুশে দিবনা॥

পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
PHB CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LIMITED
স্থাপিতঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং ২২৯/২০, তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মোবাইল নং- ০১৭৪৮-৪৫৬২৬২, ই-মেইল ঃ phbcccul@gmail.com

সূত্র নং : পিএইচবি/এস/২০২৪-০২ তারিখ : ১৩/০৪/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৭ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৩ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩:০০ মিনিট মিঃ কর্ণেলিয়াস কস্তার বাড়ী (পিপ্রাশৈর গ্রাম) পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর **৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ছবিযুক্ত পাশ বইসহ বিকাল ২:৩০ মিনিট থেকে ৩:০০ মিনিটের মধ্যে নাম রেজিষ্ট্রেশন পূর্বক লটারী কূপন সংগ্রহ করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য বার্ষিক সাধারণ সভার দিন শেয়ার, সঞ্চয় বা ঋণ এর বকেয়া পাওনা পরিশোধ করব নিয়মিত হয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় অধিকার প্রয়োগের বিশেষ সুযোগ থাকবে।

অতএব, অনুষ্ঠিতব্য ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা সফল বাস্তবায়নে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

রবার্ট গমেজ
চেয়ারম্যান
পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

দোলন যোসেফ গমেজ
সেক্রেটারী
পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৮৪/২৪

যাজকীয় জীবন আনন্দিত জীবন

ঈশ্বর বাংলাদেশ মণ্ডলীকে অনেক ভালোবাসেন। সংখ্যায় ও সম্পদে দীন হলেও আহ্বান জীবনে সাড়াদানে এখনো ততটা ভাটা পড়েনি। মণ্ডলীর বিভিন্ন সেবাকাজে নিয়োজিত হতে এখনো যুবক/যুবতীরা এগিয়ে আসার সাহসিকতা দেখাচ্ছে যদিও তার সংখ্যা গাণিতিক হারে কমে যাচ্ছে। গত বছর শেষের দিকে ও এ বছরের শুরুর দিকে সারা বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন যুবক যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন, কিছু যুবক ও যুবতী সন্ন্যাসব্রতী ও ব্রতিনী হিসেবে নিজেদেরকে প্রভুর চরণে নিবেদন করেছেন। তাদের জীবনাহ্বানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। প্রায় সকলেই যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনকে আনন্দের জীবন বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রভুতে নিবেদিত আনন্দিত যাজকদের সংক্ষিপ্ত কথা নিয়েই সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিশেষ প্রতিবেদন 'যাজকীয় জীবন আনন্দিত জীবন'।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি, খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল জেমস্ রমেন বৈরাগী কর্তৃক সেন্ট মেরীস্ গির্জায় যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন ফাদার যোয়াকীম গাইন। ঐ দিন প্রায় সহস্রাধিক খ্রিস্টভক্তসহ ৫০ জন যাজক ও ২ জন ডিকন উপস্থিত ছিলেন। যাজকীয় অভিষেক খ্রিস্টযাগের উপদেশে শুরুতেই বিশপ মহোদয় তার আনন্দ প্রকাশ করে ঈশ্বর ও যাজকের পরিবারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। একইসাথে নতুন যাজককে উৎসাহিত করে বলেন, তোমার জীবনে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা রয়েছে সেটা বুঝতে বা আবিস্কার করতে হবে এবং সেই অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। আজকে যিশু তোমাকে বাণী প্রচার ও মানুষের পরিত্রাণের জন্য নিযুক্ত করছেন। মানুষকে তোমার কথা বলবে না কিন্তু ঈশ্বরের বাণী মানুষকে শোনাবে, তুমি আজ থেকে ঈশ্বরের মানুষ, ঈশ্বর তোমাকে যা বলতে বলেন তুমি তাই বলবে।

নতুন যাজক অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আসলে আজকের অনুভূতি ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ দীর্ঘ ১৭ বছর বিভিন্ন গঠন গৃহে থাকাকালীন সময় একটি স্বপ্ন ছিল কবে যাজক হব? অবশেষে যখন সেই স্বপ্নটি পূর্ণ হল তখন আমার হৃদয় ছিল আনন্দ, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। আমার হাজারো দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা এবং অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর একান্তই ভালবেসে আমাকে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত করেছেন, এজন্য আমার অন্তরে যে বাণীটি সব সময় ধ্বনিত হয় সেটি হল-

"প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত,
কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন *(লুক ৪:১৮)*।

এক নজরে নব অভিষিক্ত ফাদার যোয়াকিম গাইন

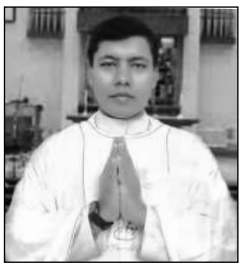

নাম: যোয়াকিম গাইন।
জন্ম ও জন্মস্থান : ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ। ধানদিয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা
পিতা: নিরঞ্জন গাইন।
মাতা: অমরী গাইন।
ভাই-বোন: দুই ভাই এবং এক বোন, পরিবারে দ্বিতীয় স্থান।
সেমিনারীতে প্রবেশ: ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
বেদীসেবক ও শুভ্র পোশাক: ০২ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।
ডিকন অভিষেক: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ২৭ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।
ডিকন হিসেবে কর্মস্থল : যীশু হৃদয় ধর্মপল্লী, কার্পাসডাঙ্গা (৩ মাস) ও সাধু মাইকেল ধর্মপল্লী, চালনা (৩ মাস)
যাজক অভিষেক: সেন্ট মেরীস্ গির্জা, মুজগুন্নী, খুলনা, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ফাদার কল্যাণ রেংচেং-এর অভিষেক

২৬ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শ্রক্রবার বরুয়াকোনা ধর্মপল্লীতে ফাদার কল্যাণ বার্ণাড রেংচেং এর যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অভিষেক পরিচালনা করেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। উক্ত যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে ৪৪ জন যাজক, ৫জন ব্রাদার, ৪০ জন সিস্টার ও ৪ হাজার খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা অনুষ্ঠান ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত। ২৫ জানুয়ারি বিকাল ৪ টায় থক্কা অনুষ্ঠান শুরু হয় এর পরে ছিল পবিত্র ঘন্টা। এর পূর্বে পাঁচ গাঁও নিজ গ্রামে ছিল মঙ্গল আশীর্বাদ। এখানে প্রার্থীকে নিজ বাড়িতে প্রার্থনার মাধ্যদিয়ে বিশপ মহোদয়ের কাছে সর্মপন করা হয়। ২৭ জানুয়ারি নব অভিষিক্ত যাজক নিজ বাড়িতে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন।

এক নজরে ফাদার কল্যাণ রেংচেং

পূর্ণ নাম : কল্যাণ বার্ণাড রেংচেং (চাম্বুগং)
পিতার নাম: ফেবিয়ান হাঁচ্ছা
মাতার নাম: ফিলমিনা রেংচেং
জন্ম : ২৬ আগস্ট ১৯৮৮ পাঁচ গাঁও গ্রাম, ররুয়াকোনা ধর্মপল্লী
ভাই-বোন:৩ ভাই এবং ৩ বোন
সেমিনারীতে প্রবেশ: ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, জলচত্র।
শুভ্র পোষাক ও বেদীসেবক দায়িত্ব লাভ: ৬/০৩/২০১৬ বনানী, ঢাকা।

পরিষেবক পদ লাভ: ৩০/০৪/২০২২ রোম, ইতালি।
পরিসেবকীয় সেবাদান: হেলপ অফ আওয়ার লেডি অফ পারপেচুয়াল ধর্মপল্লী, পোরত চেসারেও, ইতালি।
যাজক অভিষেক:২৬ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
প্রিয় আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব: যিশু খ্রিস্ট
প্রিয় উক্তি: হাসি ছাড়া একটি দিন মানে জীবন থেকে একটি দিন হারিয়ে যাওয়া" চার্লি চ্যাপলিন

ডিকন নিউটন সরকারের যাজকীয় অভিষেক

ডিকন নিউটন ওবার্টসন সরকার সিএসসি, তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, শেলাবুনিয়ার সেন্ট পলস কাথলিক চার্চে ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে মহা আড়ম্বরে তার যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী ডিকন নিউটন সরকারকে যাজক পদে মনোনীত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে খুলনা ডায়োসিসের বিপুল সংখ্যক পুরোহিত, ভাই এবং বোনদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী-এর উপস্থিতিতে ডিকন নিউটনকে ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের সাথে তার গ্রাম মালগাজী স্বাগত জানান। প্রথাগত মঙ্গলানুষ্ঠান সংঘটিত হয়েছিল, যে সময়ে তাকে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে গায়ে হলুদ দেয়া হয় ও স্নান করানো হয়।

এক নজরে ফাদার নিউটন ওবার্টসন সরকার সিএসসি

নাম: নিউটন ওবার্টসন সরকার
জন্ম ও জন্মস্থান: ২ নভেম্বর ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ, মালগাজী
হলদিবুনিয়া, মোংলা, বাগেরহাট
ধর্মপল্লী: সাধু পলের কাথলিক ধর্মপল্লী, শেলাবুনিয়া, মোংলা, বাগেরহাট
ধর্মপ্রদেশ: খুলনা
সেমিনারীতে প্রবেশ: ২৮ জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম সন্ন্যাসব্রত : ৫ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
বেদীসেবক পদ লাভ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
আজীবন সন্ন্যাসব্রত:২১ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
পরিসেবক অভিষেক: ২২ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক: ১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

এক নজরে ফাদার জয় যোসেফ কুইয়া

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালীর আওয়ার লেডি অব লুর্ডসের ধর্মপল্লীতে চট্টগ্রামের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি ডিকন জয় যোসেফ কুইয়াকে পুরোহিত পদে অভিষিক্ত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত সহ ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন ডায়োসিস থেকেও অনেক ব্রতধারি-ব্রতধারিণী উপস্থিত ছিলেন। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

নব অভিষিক্ত যাজক ফাদার জয় যোসেফ কুইয়া তার জীবন আহ্বানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানান। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের যাজকত্বে তাকে ভূষিত করেছেন বলে তিনি মহা আনন্দিত। কেননা তিনি সবসময়ই যাজক হতে চেয়েছেন। আনন্দিত মন নিয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে ও কর্তৃপক্ষের বাধ্য থেকে যাজকীয় সেবাকর্ম করে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ও সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

নাম : জয় যোসেফ কুইয়া
জন্ম ও জন্মস্থান: ১৬ জুলাই, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ, মিরপুর, ঢাকা
পিতা : মৃত হেরেন্স কুইয়া
মাতা : এ্যানি কুইয়া
সেমিনারীতে প্রবেশ: ২০০৬ ,পবিত্র জপমালা মাইনর সেমিনারী, পাদ্রিশিবপুর
শুভ্রপোষাক ও বেদীসেবক: ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
ডিকন অভিষেক: ২৭ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী
যাজক অভিষেক: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, নোয়াখালী ।

এক নজরে নব অভিষিক্ত ফাদার প্রিন্স হেনরী স্নাল

নাম: প্রিন্স হেনরী স্নাল
জন্ম: ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯ (গাইমারা)
জন্মস্থান: গাইমারা
পিতা: দিনেশ রেমা (মৃত)
মাতা: সুজানা স্নাল
ভাই-বোন:৭ বোন ও এক ভাই
সেমিনারীতে প্রবেশ: ৫ জানুয়ারি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, সাধু পলের মাইনর সেমিনারী
শুভ্র পোষাক ও বেদীসেবক পদ লাভ: ৬/৩/২০১৬ (বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ঢাকা)
পরিসেবক পদ লাভ: ০/৪/২০২২ (সাধু পিতরের মহামন্দির, রোম, ইতালী)
শখ: বই পড়া, চুল কাটা, রান্না করা

এক নজরে নব অভিষিক্ত ফাদার শামুয়েল সরেন টিওআর

নাম: ফাদার শামুয়েল সরেন টিওআর
গ্রাম : সোনাডাইং
পিতার নাম: প্রয়াত রাফায়েল বাবলা সরেন
মাতার নাম: প্রয়াত রুফিনা সনোতি টুডু
জন্ম: ডিসেম্বর ০৭, ১৯৮০ খ্রিস্ট
ভাই-বোন: দুই ভাই-দুই বোন (ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড়)
ধর্মপল্লী: পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী, কলিমনগর, রাজশাহী
সেমিনারীতে প্রবেশ: নভেম্বর,২০০৯, পোপ ৬ষ্ঠ পল মাইনর

সেমিনারী, বনপাড়া
শুভ্রপোষাক গ্রহণ ও বেদীসেবক দায়িত্ব: এপ্রিল ২০, ২০১২
প্রথম ব্রত: মে ০৫, ২০১৭
আজীবন ব্রত: মার্চ ২৫, ২০২৩
পরিসেবক অভিষেক: মে ২৭, ২০২৩

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের কলিমনগরের সন্তান ফ্রান্সিসকান ফাদার শামূয়েল সরেন টিওআর প্রভুর যাজকত্ব লাভ করে অতিব আনন্দিত। প্রভু তাঁর মহান ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন তার মতো একজন দুর্বল ব্যক্তিকে তাঁর যাজকত্বে ভূষিত করে। রাজশাহী, ঢাকা ধর্মপ্রদেশে পালকীয় কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফাদার সরেন হাসিখুশি ও সহজ-সরলতার মধ্যদিয়ে যিশুর আনন্দ সহভাগিতা করতে চান সকলের সাথে।

ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং

নাম : ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং
জন্ম : ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
সেমিনারীতে প্রবেশ: ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক : ১৩ জানুয়ারি, ২০২৩

আমার যাজকীয় জীবনে আনন্দটাই বেশি। যদিও বাস্তবতার নিরীখে অনেক সময় যাজকীয় জীবনটা নিরানন্দই মনে হয়। কিন্তু একজন যাজক হিসেবে কারণ এবং উদ্দেশ্যটাই বড় করে দেখি। আমি প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে খ্রিস্টের অর্পিত কাজে নিজেকে নিয়োজিত করছি। তাই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে পাপস্বীকার সংস্কার, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ, রোগীলেপন প্রদান করা এবং বিশেষ প্রার্থনার অনুরোধ থাকলে সেগুলো সম্পাদন করা অনেকাংশে সময় সাপেক্ষ হলেও এতে পরিতৃপ্তি আছে। আমার যাজকীয় জীবনে এটাও উপলব্ধি করেছি যে, আমি যদি কোন কিছু আনন্দের সাথে না করি; তবে, পরে ঝাল খাবার গ্রহণের প্রতিক্রিয়া যেমনটি হয়, ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনেও ক্রিয়া-বিক্রিয়া হয়। এক বছর তিন মাস হলো যাজক হিসেবে সেবাদান করছি। কিন্তু এই অল্প সময়ের ব্যবধানে একশ'রও বেশি দীক্ষাস্নান প্রদান করেছি। মানুষকে খ্রিস্টের অনুসারী হতে অবিরাম চেষ্টা করার চেয়ে বেশি আনন্দ আর কি হতে পারে!

ফাদার শমুয়েল নিপু হালদার

নাম: ফাদার শমুয়েল নিপু হালদার
পিতা: মৃত হাজরা পদ লুকাস হালদার
মাতা: সুচিত্রা হালদার
গ্রাম: ক্ষেত্রপাড়া, সেনেরগাতি
সাতক্ষীরা ধর্মপল্লী, খুলনা ধর্মপ্রদেশ

বিগত ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে নিজ ধর্মপল্লীতে ধর্মপাল বিশপ জেমস রমেন বৈরাগি কর্তৃক যাজক হিসাবে অভিষিক্ত হয়ে মনের আনন্দ অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, আমি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তিনি আমাকে তাঁর কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন। আমি জানি আমি অযোগ্য, দুর্বল এবং আমার শত দীনতা আছে আর তা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজের জন্য মনোনীত করেছেন, এই জন্য আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় ও আশীর্বাদে আমি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রভুর কাজের জন্য সমর্পণ করেছি আর আজকের এই শুভক্ষণ পর্যন্ত আসতে অনেক মানুষ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তেমনি আমাকেও করতে হয়েছে অনেক সাধনা, অধ্যবসায় এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা। তাই আজ আমি অনেক আনন্দিত এবং খুশি, আর আনন্দের এই শুভক্ষণে আমার অন্তরও কুমারী মারীয়ার মত ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হয়ে বলে উঠে, আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান, আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত!" (লুক ১,৪৭-৪৮ পদ)।

আমার নিজ জীবন আহ্বান বুঝতে অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। বাইবেলের শামূয়েল গ্রন্থে আমরা দেখি, ঈশ্বর বালক শমূয়েলকে বার বার আহ্বান করলেও তিনি তা বুঝতে পারছিলেন না; প্রবক্তা এলিয় তাকে সাহায্য করলে তিনি ঈশ্বরের ডাক বুঝেন। তেমনিভাবে আমিও পিমে সম্প্রদায়ে যোগদান করেছিলাম একজন মিশনারী হওয়ার জন্য। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন তা আমি পিমে সম্প্রদায়ের পুরোহিতদের সাহায্যে বুঝতে পেরেছি। ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করছেন যেন আমি ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হয়ে সেবাকাজ করি। তাই ধর্মপ্রদেশের একজন যাজক হয়ে আমি সত্যিই অনেক আনন্দিত এবং ঈশ্বরের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রভু, আমায় ডাক দিয়েছ, শুনেছি তোমার রব,
যেন তোমার কাজে মগ্ন থেকে করতে পারি সব।

ডিকন মাইকেল হাঁসদার যাজক অভিষেক অনুষ্ঠান

গত ৩০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বিকালে ডিকন মাইকেল হাঁসদার মঙ্গল কামনা করে আশীর্বাদের অনুষ্ঠান পবিত্র ঘন্টা করা হয়। এই আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও, পাল-পুরোহিত ফাদার সুশীল লুইস পেরেরাসহ অন্যান্য ফাদার-সিস্টারগণ ও ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণ।

১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ডিকন মাইকেল যাজকপদে অভিষিক্ত হন। অভিষেক অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ৩২ জন ফাদার, ২০ জন সিস্টার ও প্রায় ১০০০ খ্রিস্টভক্ত।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও উপদেশ বাণীতে বলেন- শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীর কাটনা গ্রামের কৃতি সন্তান ডিকন মাইকেল হাঁসদার পুণ্য যাজকীয় অভিষেক উপলক্ষে আমি তাকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ জন্য আমি সত্যিই খুব আনন্দিত।

শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীর সকল খ্রিস্টভক্তকে অনুরোধ জানাই, আপনারা আপনাদের এই নব অভিষিক্ত যাজকের জন্য প্রার্থনা করবেন; সে যেন একজন আদর্শ যাজক হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে পারে।

নব অভিষিক্ত ফাদার মাইকেল তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন - ঈশ্বর যাকে ধরেন শক্ত করেই ধরেন, ছাড়েন না। কাজের ছেলে রাখাল থেকে এখন নিবেদিত জীবনের সন্ধিক্ষণে, ' হে প্রভু তোমার হাতে আমার প্রাণ সমর্পণ করলাম।'

ভূতাহারা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুশীল লুইস পেরেরা বলেন- আজকে শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীর সকলে আমরা অনেক আনন্দিত-আশীর্বাদিত। এ অঞ্চলে বাণী প্রচার করা হয়েছে এক শতক অতিবাহিত হয়েছে। আর আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা অনেক প্রতিক্ষার পর সদ্য অভিষিক্ত যাজক মাইকেল হাঁসদাকে পেয়েছি। তাকে আমাদের সকলের পক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা-অভিনন্দন-যিশু মারাং জানাই: যাজক তুমি চিরকালের যাজক। এ এলাকায় সান্তালদের মধ্যে যিশুর সেবার সারিতে তিনিই প্রথম যাজক।

যিশুর পবিত্র হৃদয় ধর্মপল্লী বেনীদুয়ারে ডিকন নরেশ লরেন্স মার্ডী'র যাজকীয় অভিষেক

গত ২৩ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বিকালে ডিকন নরেশ লরেন্স মার্ডী'র মঙ্গল কামনা করে আশীর্বাদের অনুষ্ঠান 'পবিত্র আরাধনা' অনুষ্ঠান করা হয়। এই আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার মাইকেল কোড়াইয়াসহ অন্যান্য ফাদার-সিস্টারগণ ও ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ।

২৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ডিকন নরেশ লরেন্স মার্ডী যাজকপদে অভিষিক্ত হন। অভিষেক অনুষ্ঠানের পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ৪০ জন ফাদার, ৩০ জন সিস্টার ও প্রায় ৭০০ খ্রিস্টভক্ত।

খ্রিস্টযাগের শুরুতে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিশপ মহোদয় বলেন- রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে একটি মহান আশ্চর্য কাজ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। আমাদের সকলের উপস্থিতিতে এই আশ্চর্য কাজটি সম্পন্ন হবে। যাজকীয় অভিষেক একটি আহ্বান, যাজকীয় অভিষেক একটি বিশেষ ডাক এবং যাকজীয় অভিষেক হচ্ছে একটি আশ্চর্য কাজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিকন নরেশ মার্ডীর মাথায় হস্ত স্থাপনের পর যাজকীয় অভিষেক প্রার্থনার পর এই আশ্চর্যকাজটি সংঘটিত হয়ে যাবে। ডিকন নরেশ আর ডিকন হিসেবে পরিচিত হবে না পরিচিত হবে একজন যাজক হিসেবে। খ্রিস্টের যাজক অপরখ্রিস্ট এই যাজকীয় কাজে তার হাতে এই রুটি এবং দ্রাক্ষারস যিশুর দেহ এবং রক্তে রূপান্তরিত হবে। সে নিজে তার যাজকীয় জীবনে খ্রিস্টকে উত্তম মেষপালক; যিশু খ্রিস্টকে আমাদের মাঝে, জগতের মাঝে সর্বদা উপস্থিত করবেন। আসুন, আমরা সকলে মিলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কেননা তিনি এই ধর্মপল্লী থেকে তাঁর এই সন্তানকে বেছে নিয়েছেন। আমরাও তার সঙ্গে আছি প্রার্থনায় ধ্যানে। তাই, ডিকন নরেশ খ্রিস্টের হৃদয়ের ভালবাসায় স্থিত থাক, তাহলে খ্রিস্টের আনন্দ তোমার জীবনে থাকবে এবং তোমার জীবনের আনন্দ পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

নব অভিষিক্ত ফাদার নরেশ তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- খ্রিস্টের যাজকত্ব যাজকীয় জীবনের মহাদান। অন্তর থেকে আমি খ্রিস্টের যাজকত্ব পেয়ে মহা খুশি। আমার এ যাজকীয় জীবনে এই আনন্দকে ধরে রাখা ও আজীবন বিশ্বস্ত থাকা আমার মহা দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি মানুষই স্বপ্ন দেখে থাকেন। একজন নব অভিষিক্ত যাজক হিসেবে আমিও আমার যাজকীয় জীবন নিয়ে যে স্বপ্নগুলো লালন করছি তা হলো- প্রভু যিশুর পথ অনুসরণ করব এবং অন্যকেও যিশুর পথ অনুসরণ করতে সাহায্য করব; জনগণের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব; একজন যাজক একা নয়, জনগণকে নিয়েই স্বর্গে বা নরকে যায়। এই সত্য মনে রেখে জনগণকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য তাদের মাঝে সেবা কাজ করব, যেমন ধর্মশিক্ষা দান, তাদের মাঝে বাণী প্রচার করা, সংস্কারীয় সেবা কাজ ইত্যাদি; আমি এমনভাবেই যাজকীয় জীবনে বিশ্বস্ত থাকব যে, আমি যেন হয়ে উঠতে পারি তাদের একজন কাছের মানুষ, তাদের ফাদার, তাদের সেবক; আমি জনগণের মধ্যে হয়ে উঠব একজন "অপর খ্রিস্ট।" একজন "উত্তম মেষপালক" এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলব।

এক নজরে ফাদার ভিক্টর মানখিন এসডিভি

নাম: (ভিক্টর) রূপান্তর রাফায়েল মানখিন
পিতা: প্রয়াত লিনুস রেমন্ড নকরেক
মাতা: অঞ্জলি এঞ্জেলিয়া মানখিন
জন্ম ও জন্মস্থান: ১১-১০-১৯৯০
ভরতপুর, বালুচরা ধর্মপল্লী
ধর্মপ্রদেশ: ময়মনসিংহ
সেমিনারীতে প্রবেশ: ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম ব্রত : ১৯-৫-১৩, শিলিগুরী, পশ্চিমবঙ্গ
আজীবন ব্রত:২৪-০৫-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক: ৫-০৪-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

যাজকীয় জীবন ঈশ্বর প্রদত্ত একটি মহাদান। এই মহাদানকে আজীবন বিশ্বস্তভাবে টিকিয়ে রাখতে নব অভিষিক্ত যাজকেরা সর্বদা সচেতন থাকবেন ও আমরা ভক্ত জনগণ সর্বদা প্রার্থনা করে যাবো। কেননা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পরম করুণাময় পিতা পরমেশ্বর তাঁর এই মনোনীত সেবকদেরকে যাজকীয় জীবন-পথে চলতে নিত্য সহায়তা করবেন।

পুনরুত্থান:খ্রিস্ট বিশ্বাসের ভিত্তিমূল এবং আশা সঞ্চারক

মুক্তি সরদার

পুনরুত্থান শব্দটির অর্থ সাদামাটাভাবে ‘মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবনে ফিরে আসা’। বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে, এমন একটা সময় আসবে যখন প্রতিটি মৃত মানুষকে জাগানো হবে এবং তার কৃতকর্মের বিচার হবে। কিন্তু খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে পুনরুত্থানের বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হিসেবে এসেছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

পুনরুত্থান খ্রিস্টীয় জীবনের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। এটি শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক ঘটনাই নয় বরং প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনের জন্য ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনার অংশ বিশেষ। পবিত্র বাইবেলে খ্রিস্ট সহ মোট চারটি ঘটনায় কথা উল্লেখ রয়েছে যারা মৃত্যু পরবর্তী পুনরায় জীবনে ফিরে এসেছেন। অন্য ঘটনাগুলি যিশু তার অলৌকিক কাজের অংশ হিসেবে যথাক্রমে প্রথমে নায়িন নগরে, এরপর কাফানাউমে এবং যিশু পুনরুত্থিত হবার মধ্য দিয়ে নিজেকেও উত্তীর্ণ করেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। এজন্য অত্যন্ত গর্ব করে বলতে পারি, আমরা এমন এক ঈশ্বরের অনুসারী যিনি তার জীবন দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে নিজেকে উজাড় করে, বিলীন করে অন্যকে ভালোবাসতে হয় এবং কিভাবে মৃতুকে জয় করে জীবনে ফিরে আসা যায়। জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা দেহ রূপ গ্রহণ করি তথা জীবন লাভ করি এবং জীবন সায়াহ্নে এসে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যার অবসান ঘটে। কিন্তু ঈশ্বর এরই মধ্যে তার বিশ্বাসীদের জন্যে রেখেছেন আরেকটি অনন্য সুযোগ, আর তা হলো অনন্তজীবন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। পবিত্র বাইবেলের যোহন ১১:২৫, ২৬ পদে উল্লেখ রয়েছে “যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত থাকবে; আর যে কেউ জীবিত আছে, এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তার কখনো মৃত্যু হবে নাচ। তার মানে আমরা জীবনে থেকেই শুধুমাত্র এই বিশ্বাসটুকুর কারণেই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার গ্যারান্টি পেয়ে গেছি। এটাই অন্যদের থেকে বিশ্বাসের অনন্যতা। আর এই জন্যেই আমি খ্রিস্টান বলে গর্বিত। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য তা হলো বিশ্বাস, এই বিশ্বাসটি আসলে কি? আর কিছুই নয় শুধু এটাই যে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে তিনিই (যিশু) ঈশ্বরের পুত্র। যোহন ১১ অধ্যায়ে ২৬ ও ২৭ পদে ঠিক মার্থা যেমন যিশুর আত্মপরীক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন “হাঁ প্রভু আমি বিশ্বাস করি যে আপনি সে ঈশ্বরের পুত্র”। খ্রিস্টেতে প্রিয়জন, শুধুমাত্র এই স্বীকরোক্তিটুকুই আমাকে আপনাকে দিতে পারে সেই পুনরুত্থানের স্বাদ, সেই অনন্ত জীবনের অভিজ্ঞতা।

একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসীর জীবনে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের তাৎপর্য পবিত্র শাস্ত্রে গভীরভাবে নিহীত রয়েছে যা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে থাকে এবং বিষয়টির অনুশীলনের দিকে ধাবিত করে। অর্থাৎ পুনরুত্থান বিষয়টি শুধুই একটা ঘটনা নয় বরং এর গভীরে নিহীত রয়েছে বিশ্বাসের মূল ভিত্তি যা ঐশ জ্ঞান লাভের মাধ্যমেই কেবল উপলব্ধি করা যায় এবং তদুপরি এটা অনুশীলনের ব্যাপারও বটে।

পুনরুত্থান যিশুর পরিচয়কে নিশ্চিত করে: পুনরুত্থান ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে যিশুর পরিচয়ের সিদ্ধতা দেয়, পুরাতন নিয়মে বর্ণিত ভবিষ্যৎ বাণীগুলোতে দেয় পূর্ণতা। পবিত্র বাইবেলের রোমীয় পুস্তকের ১ অধ্যায় ৪ পদে এ কথা উল্লেখ রয়েছে “যিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দিষ্ট”।

মৃত্যুর উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব; পুরাতন নিয়মের ধারাবাহিকতায় নতুম নিয়মে সিদ্ধতা: আদমের অবাধ্যতার দরুণ ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে মানুষের জীবনে মৃত্যু আধিপত্য বিস্তার করলো। নোহের সময়ে মানুষ যখন পাপময়তার চরমে পৌঁছে ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ হয়ে উঠলো এবং সৃষ্টি যখন ধ্বংস-প্রায় অবস্থা তখন ঈশ্বর আরেকটি নতুন সন্ধির মধ্যদিয়ে তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটালেন এবং তার এক প্রতিশ্রুতিতে সৃষ্টি আবারো রক্ষা পেলো। অতঃপর ঈশ্বর বিভিন্ন সময়ে তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে মানুষের অবধারিত পাপ এবং মৃত্যু থেকে উদ্ধারের পরিকল্পনাও ব্যক্ত করেছেন। যিহিস্কেল ৩৭ অধ্যয় ৫ পদে উল্লেখিত ঈশ্বর নিজে তার ভাববাদীর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়েছিলেন যেখানে পুনরুত্থানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর নতুন নিয়মে স্বয়ং তাঁর পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে তা সিদ্ধতা পেয়েছে। অতএব খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবনে পুনরুত্থান কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এটা পরিকল্পিত।

পুনরুত্থান মৃত্যু এবং পাপের উপর বিজয়: আদমের অবাধ্যতায় যে পাপের সূচনা এবং সে পথে মৃত্যু মানুষের উপর বারবার কর্তৃত্ব করে এসেছে। আমরা যদি ১ম রাজাবলীর ১৭ অধ্যায়ে এলীয়কে আশ্রয়দাত্রী বিধবার মৃত পুত্রকে এলীয় ভাববাদীর প্রার্থনায় ঈশ্বর তার প্রাণ ফিরিয়ে দেয়ার ঘটনার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে বুঝব মৃত্যুর উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আবহমান। ২য় রাজাবলীর ৪ অধ্যায়েও ভাববাদী এলিজাও একইভাবে মৃত বালকের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। যিশু খ্রিস্টের আত্মত্যাগ এবং পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সেই মৃত্যুর উপর পরিত্রাণের পতাকা প্রোথিত হয়েছে। ১ম করিন্থীয় ১৫ অধ্যায় ৫৫-৫৭ পদে সাধু পল বলেছেন,

* মৃত্যু তোমার জয় কোথায়, তোমার হুল কোথায়? মৃত্যুর হুল পাপ এবং পাপ তার শক্তি পায় বিধান থেকেই। কিন্তু ধন্য ধন্য ঈশ্বর! আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের দ্বারা তিনিই তো আমাদের জয়ী করে তোলেন।”

পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল: মানুষের সৃষ্টি, পাপে পতন, জলপ্লাবন, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি, ঈশ্বর পুত্রের দেহধারণ, যাতনাভোগ, মৃত্যু বিষয়গুলি ধারাবাহিক, সুপরিকল্পিত এবং যার পূর্ণতা পেয়েছে পুনরুত্থানের মাধ্যমে। প্রেরিত পল সে কথাই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে করিন্থীয় মণ্ডলীর দুর্বল বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলেছেন “ আর খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। মানুষের মুক্তির ইতিহাস, মানুষের পরিত্রাণ লাভ সবই রচিত হয়েছে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের বিজয় স্তম্ভের উপরে। তাই খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তিও এই পুনরুত্থান। পুনরুত্থান আমাদেরকে পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ এক রূপান্তরিত আত্মিক জীবনের হাতছানি দেয়।

পরিত্রাণের নিশ্চয়তা: পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সেতু রচিত হয়েছে এবং বিশ্বাসীদের জীবনে পরিত্রাণ

সূচিত হয়েছে। ১ম পিতর ১ অধ্যায় ৩ পদে মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান ঘটিয়ে আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। ফলে বিশ্বাসীরা পেয়েছে মুক্তির উল্লাস, পুনরুত্থানের বিজয় পতাকায় লাগে পরিত্রাণের সুবাতাস।

পুনরুত্থান আশার সঞ্চার: জন্ম, মৃত্যু তারপর কি? তাহলে কি মানব জন্মের এটাই পরিসমাপ্তি। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের আর কী-ইবা মূল্য থাকে যদি সে উপখ্যানের এমন অর্থহীন সমাপ্তি ঘটে। অন্য জীবের সাথে তাহলে মানুষের আর কি পার্থক্য থাকে। পুনরুত্থান আমাদেরকে আশা জাগায় যে আমরা আবার জীবন পাবো। মৃত্যু তখন আর হতাশা নয় বরং বিশ্বাসীর জীবনে মুক্তির পথ হিসেবে দেখা দেয়। পুনরুত্থান আমাদের সেই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে আমরা আবার উত্থাপিত হব এবং অনন্তজীবন প্রাপ্ত হয়ে প্রভুর সাথে বসবাস করতে পারব। সাধু পল করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে লেখা তার ১ম পত্রের ১৫ অধ্যায়ে ২২ পদে সেই আশাই দিয়েছেন যে "আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রিস্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হবে।"

পুনরুত্থান ঈশ্বরের ভালোবাসার স্মারক: ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে আনন্দিত হয়েছিলেন; কেননা অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানবকেই তিনি তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন। এই মানুষ যখনি অবাধ্য হয়েছে তখনি তিনি কষ্ট পেয়েছেন, এমনকি ঈশ্বর মানুষের দুষ্কর্ম দেখে রাগান্বিতও হয়েছেন। তবুও তিনি তাঁর এই প্রিয় সৃষ্টিকে ত্যাগ করেন নি। বারবার তার মনোনীত ভাববাদীদের পাঠিয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন এবং অবশেষে নিজ পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠালেন। ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে স্রষ্টা মিলিত হলেন সৃষ্টির সাথে একই কাতারে, সহ্য করলেন অপমান, লাঞ্ছনা আর বরণ করে নিলেন এক দুঃসহ যাতনাময় মৃত্যুকে। কিন্তু কেন তার এই আত্মত্যাগ? তা আর কিছুই না, আমাদের পাপসমূহ নিজের স্কন্ধে নিয়ে মেষরূপে হত হলেন।

আমাদেরকে মুক্তি দিতে এবং মৃত্যুকে জয় করে আমাদের জন্যে উন্মোচন করে গেলেন অনন্ত মুক্তির দ্বার। তাই বিশ্বাসীদের জীবনে পুনরুত্থান ঈশ্বরের ভালোবাসার স্মারক। ১ম যোহন ৩ অধ্যায় ১৬ পদে উচ্চারিত হয়েছে ভালোবাসার সেই অমোঘ বাণী "কারণ ঈশ্বর জগতকে এত ভালোবাসলেন যে নিজ পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে যেন অনন্ত জীবন লাভ করে।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আমরা যদি একটু পিছনে ফিরে যাই, মাত্র দু'হাজার বছর আগে, পিলাতের প্রহসনের বিচার, গলগাথার পথে খ্রিস্টের কষ্টকর যাত্রা, বিদ্রুপ, লাঞ্ছনা, ক্ষমতালিপ্সু ধর্ম ব্যবসায়ীদের পৈশাচিক উল্লাস, খ্রিস্ট অনুসারীদের ভীতিকর দোদুল্যমনতা, প্রিয় সন্তানের নির্মম মৃত্যুকে অসহায়ের মত বুক চেপে সহ্য করা এক মায়ের হাহাকার, সব সময়ের সহচর প্রিয় শিষ্যদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং অস্বীকার করা অতঃপর খ্রিস্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যদিয়েই যদি ইতিহাসটি শেষ হয়ে যেত তাহলে কি হত? আজ বিশ্বজুড়ে আপনার আমার মত অসংখ্য অনুসারী কি দিশেহারা হয়ে পড়ত না? মানুষের সম্মুখে কি কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকত? মৃত্যু ঘটনাবলী ঘটার মাত্র তিনদিনের ব্যবধানেই পিতা ঈশ্বর রচনা করলেন পুনরুত্থানের বিজয় গাঁথা। মানব জাতি পেলো মুক্তির দিশা, পেলো অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা। একজন বিশ্বাসী হিসেবে, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভুর অনুসারী হিসেবে এখনি সময় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, না আমরা পরাজিত হব না, ঢলে পড়ব না পাপের কোলে। আমরা পরাজিত হতে জানি না। আমাদের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস। আমরা হতাশায় নয় বরং বেঁচে থাকব আশায়, ভালোবাসায় এবং বিশ্বাসে। পুনরুত্থানের বিজয় উল্লাসের উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ুক হৃদয় থেকে হৃদয়ে॥ ❑

অপূর্ণতা

সপ্তর্ষি

জীবন কারো জন্য থাকে নাকো থেমে
নদীর স্রোতের মতো ছুটে চলে সুদূরে
স্বপ্নকে তাই বাস্তবতায় রূপ দিতে
শত পরিশ্রম আর কত অধ্যবসায়।

উন্নতির সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে
আসে নিষ্ঠুর ভয় আর শত বাঁধা-বিঘ্নতা
ঘন অন্ধকার যেন চলার পথ ঢেকে দেয়
জীবনটা মলিন করে কুয়াশার চাদরে।

জীবনের কিছু বাস্তবতা আর কিছু কথা
অপূর্ণতা নিয়ে বয়ে চলে সারাটি বেলা
রাতের আকাশে ফুটফুটে চাঁদ-জ্যোৎস্না
আশা জাগায় নতুন দিনের আগমনের।

শত আশা নিয়ে গড়ি এ ভব খেলাঘর
ভুলে গিয়ে পিছনের যত মিথ্যে ছায়া
কখনও হাসি কখনও বা দুঃখের মেলায়
অপূর্ণতায় সাঙ্গ হয় জীবনের খেলাঘর।

ইচ্ছা মানেই

যিশু বাউলের

ইচ্ছা মানেই
নীল আকাশের অসীম দিগন্তে
ভেসে চলা, দূর সীমানায়
সুখের নীড় গড়া,
সাদা-কালো স্বপ্নের
দোলনায় দোল খাওয়া
যেমন খুশি- তেমন সাজাতে জীবন গড়া।

ইচ্ছা মানেই
দিবস যামিনী মনের আনন্দে পথ চলা
দিক-বিভ্রান্ত পথিকের মতো হেঁটে চলা
ভব-ঘুরে ঋষি বাউলের মতো পথে হাঁটা
সবুজ মাঠের আইল ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করা।

ইচ্ছা মানেই
জীবন ঘুড়ি আকাশে উড়ানো,
রঙ্গীন ফানুসের বেস ধরে
দূর গগনে বাস করা
কথা-বাক্য-গান-কবিতায় সুখময় জীবন
চিত্র অঙ্কন করা
না বলার দেশে আরাম কেদারায় বসে
দোল খাওয়া।

ইচ্ছা মানেই
বৃষ্টিবিহীন আকাশের দিকে চেয়ে থাকা
বিভ্রান্ত পথিক বেসে প্রিয়তমার
অপেক্ষায় থাকা
হাজার বছরের স্বপ্নদলে বন-শানি
ঘাসের ঘর বাঁধা
মহাকালের পরিব্রাজক হয়ে শুধু
অনন্তলোকের দিকে পথ চলা॥

ধাঁধার উত্তর

১) করলা ২) সময়, কথা, সুযোগ
৩) বাদুর ৪) টাইম টেবিল ৫) নকশা
৬) গতকাল, আজ, আগামিকাল
৭) প্রতিজ্ঞা ৮) ব্যাঙ্ক
৯) পেন্সিলের সীস ১০) ভবিষ্যৎ।

চা বালিকার পুনরুত্থান

সিস্টার অলি তজু এসসি

কুপিবাতি প্রায় নিভু নিভু, তেল ফুরিয়ে গেছে হয়ত আর কয়েক মিনিট পর সম্পূর্ণ নিভে যাবে। চুলোয়ও আগুন জ্বলছেনা, ঘরে একটি দানাও নেই, যা একমুঠ চাল ছিল তা সকাল বেলা ভেজে লবণ চা দিয়ে দুই ভাইবোন কোন রকম খেয়ে আছে। চা বালিকা বাবাকে বলেছিল ঘরে কিছু নেই। সেই সকাল থেকে বাবা বেরুলো এখনো বাড়ি ফেরেনি, চা বালিকা ৪ বছরের ছোট ভাইকে নিয়ে অন্ধকার ঘরে বসে আছে। আজ প্রায় এক মাস হলো ওরা এভাবে অনাথের মত আছে। মা অনেক অসুস্থ তাই ঢাকায় নিয়ে গেছে। চা বালিকার বয়স ৯ বছর। বাবা, মা, দুই ভাইবোন এই নিয়ে তাদের সোনার সংসার ছিল। সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চল চা বাগানের ছোট একটি গ্রামে থাকে। বাড়ির খুব কাছেই চা গাছগুলো সারি সারি, একপাশে উচু আরেক পাশে নিচু, প্রত্যেকটি সারিতে বড় বড় গাছ, বাগানিয়া ভাষায় বলা হয় আকাশি গাছ, অর্জুন গাছ, শিরীষ ও বোতাম গাছ ইত্যাদি। প্রত্যেকটা চায়ের পাতায় রয়েছে তার ছোঁয়া। সকাল হলেই দৌড়ে যায় অকারণে গাছের পাতাগুলো ছিড়ে টাকা বানিয়ে পুতুল খেলা খেলে। এই এক মাস ধরে সে খেলছেনা, চা গাছগুলো যেন প্রতিনিয়তই হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে খেলার জন্য, ছোঁয়া পাওয়ার জন্য। আসলে তার মায়ের পেটে অনেক বড় টিউমার হয়েছে – অভাবী সংসার চা বাগানে সারাদিন সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কাজ করে দিনে ৮৫ টাকা পায় আর স্বামী দিনে ১২০ টাকা পায়, তা দিয়ে সংসারের ঘানী টানবে নাকী চিকিৎসা করবে। তাই গ্রামের কাটেখ্রিস্ট মাস্টার মিশনের ফাদারকে বলে চিকিৎসার অনুরোধ জানায়। আমেরিকান বিদেশী ফাদার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে আসে আর চা বালিকার মাকে ঢাকায় নিয়ে যায়। এতদিনে টিউমার অপারেশন হয়ে গেল কিন্তু তাকে আরো হয়ত দুমাস হাসপাতালে থাকতে হবে যতদিন না সম্পূর্ণ শুকিয়ে সেলাইটা খোলা হয়। মায়ের সাথে তাদের এক আত্মীয় গেছে আর ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্য বাবাকে রেখে গেছে। এতক্ষণে অন্ধকার ঘরে পেটে ক্ষুধা নিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমো ঘুমো প্রায়। গ্রামের ছোট গির্জাতে গান প্র্যাকটিস হচ্ছে, আর একদিন পরেই পুনরুত্থান অর্থাৎ ইস্টার সানডে তাই অদূর থেকে ভেসে আসছে গানের উচ্চরব "আজ যিশুর পুনরুত্থান, সত্যের হলো উত্থান পরাৎপরের হল জয়, মরণের হল যে লয়(বল) অল্লেলুইয়া প্রাণ খুলিয়া।" গ্রামের যুবক-যুবতী ও স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরা গান প্র্যাকটিসে গেছে আর যদি না যায় তো স্কুলে গেলে শাস্তি পেতে হবে তাই দলে দলে সবাই আসছে। চা বালিকারও এখন গান শেখার বয়স, হাসি খেলার সময় কিন্তু দরিদ্রতা তাকে আজ অন্ধকার ঘরের এক কোণে কারারুদ্ধ করে রেখেছে, প্রাণ খুলে আল্লেলুইয়া বলার শক্তিটুকু নেই। অভাব অনটনের সংসার আদৌ কি বিজয় হবে! আদৌ কি দরিদ্র্যতার পুনরুত্থান হবে!!! এতক্ষণে চা বালিকা নিজেকে আবিষ্কার করল সে একফালি জীর্ণ চটের উপর শুয়ে আছে আর তার মাথার উপর শক্ত কালো হাত সান্ত্বনার মায়াছোঁয়া বোলানো। চা বাগানে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের চামড়াগুলো কালো হয়ে গেছে, হাতগুলো শক্ত ও ফেটে চৌচির তবুও ঐ হাতে যেন ভালোবাসার কমতি নেই। তাকিয়ে দেখার চেষ্টা কিন্তু বৃথায় এই তাকানো, না কিচ্ছু দেখা যাচ্ছেনা! তেল ফুরিয়ে যাওয়া অন্ধকার ঘরে মানুষকে চেনা বড় মুশকিল, আকাশেও নেই কোন জ্যোৎস্নার আলো, এমন তীমির রাতে কে তার পাশে!! সে আস্তে আস্তে অনুভব করে, মনে করতে থাকে ওরা দু'ভাই-বোন না খেয়ে থাকায় দুর্বল হয়ে পড়ে আর নিদ্রা দেবী এসে তাদেরকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে যায়। বাবা এসে চটের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বাবা সকাল থেকেই মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে টাকা ধার নেওয়ার জন্য কেউ তাকে ধার দেবেনা, ধার শোধ করার সামর্থ্য তার নেই। দিনে ১২০টাকা রোজগার আর সপ্তাহে বুধবার দিন ৭২০টাকা তল্‌ব (বেতন) পায়। সে একজনের জমিতে আজ সারাদিন কাজ করেছে কিন্তু দিনের শেষে টাকা চাওয়ার মুহূর্তে বলে বুধবারে টাকা দেবে। নিরাশ হয়ে ফিরে আসে, তার পর গ্রামের মোড়লের কাছে যায় যার একটু দাপট আছে সমাজে, টাকাও বেশ আছে, ছেলে ঢাকায় কাজ করে। ক্ষীণ আশা নিয়ে তার কাছে যায় টাকা ধার নেবে, মোড়ল বলে "কালবাদে পরশু ইস্টার তাই আমি মাংস কেনার জন্য ও ছেলেপেলেদের নতুন জামা কেনার জন্য বাজারে পাঠাব, আর তোকে টাকা দিলে কবেই বা তুই পাওনা মেটাবি!! তোর বউ মরা অবস্থায়, টাকা ফেরৎ পাওয়ার কোন আশা তোর কাছে দেখছিনা।" হতাশা গ্রাস করে চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসে,কাঁদতে থাকে অবিরাম, এবার কি হবে। ভাবতে থাকে কি করে ওদের মুখে অন্ন জোগাবে, বাড়ি ফিরে আসে দুই সন্তানকে নিয়ে একফালি জীর্ণ চটে ঘুমিয়ে পরে। সকাল বেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেই চুলা ধরায়, চা বালিকা তাকিয়ে দেখছে বাবাকে কি করছে। উদ্দেশ্যহীন এই চাহনী, আশাহীন একটি সকাল– দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে মুখের ভিতর ঢুকছে, লবণাক্ত এই জল কিছুতেই সহ্য হচ্ছেনা, পেটে ভীষণ কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে। চারদিকটা উৎসবের আমেজ মাখা, ভালোভালো রান্নার সুগন্ধ আর বাহারি পোষাকের সাজ। চা বালিকার মনে পড়ছেনা ঠিক কবে শেষবার মাংস-ভাত খেয়েছিল। এসব ভাবনার ঘোর ভেঙ্গে গেল বাবার ডাকে। ভাইকে নিয়ে এসে বসল, ওদের সামনে স্টিলের থালায় সবুজ রঙের কিছু খাবার রাখা আছে, আসলে একটু খানি নুন আর কাচা লঙ্কা দিয়ে কচু শাক সিদ্ধ করেছে বাবা। চা বালিকা ও সাজু পেট ভরে খেল, বাবাও খেল। সাজু জিজ্ঞেস করছে মা কবে আসবে? চা বালিকার এবং সাজুর ভালো জামা নেই কাল গির্জায় পড়ার, একটা আছে তাও ছেড়া। বাবা অনেক খোঁজার পর বড় একটা সুঁই খুঁজে পেল কিন্তু সুতো নেই তাই একটি বস্তা থেকে লম্বা সুতো টেনে নিয়ে ছেড়া জামায় পেঁচ দিলো। এই তো হলো ইস্টারের জামা। বাবার চোখ দুটো লাল হয়ে গেল, নিয়তি তাদের মানতে হবে, এ সমাজ এরকমই নিষ্ঠুর, কেউ কারোর আপন নয়। বাবার মনে অজানা ভয়, সবাই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আনন্দ উপভোগ করছে আর ওরা গেৎসিমানীতে মর্মবেদনায় জর্জরিত, অনাহারে পিষ্ট, নব জীবনের আশা ঐ কবরের বড় পাথরে চাপা রয়েছে। চা বালিকাদের জীবনেও কী কখনো নতুন সূর্যের উদয় হবে? আদৌ কি প্রাণ খুলে আল্লেলুইয়া গাওয়া হবে!! সুমা! সুমা! চা বালিকা শুনতে পাচ্ছে কে যেন তাকে ডাকছে। আসলে চা বালিকার আসল নাম সুমা। সাড়াদিন চা গাছের সঙ্গে লেগে থাকে, খেলতে থাকে বলে এক বুড়ো দাদু নাম দিয়েছিল চা বালিকা, সে থেকে শুরু নাম তার চা বালিকা। প্রতিবেশি পিসিমা এসে ওদের নিয়ে যায়, ভালো ভাবে স্নান করিয়ে নতুন জামা পড়ায়, চুল বেঁধে দেয়, ভাইকে প্যান্ট পরায় আর মাংস দিয়ে পেট ভরে ভাত খাওয়ায়। সত্যি আজ পুনরুত্থান, যিশু আর কবরে নেই, সে মৃত্যুঞ্জয়। বাবার চোখে আনন্দের অশ্রুজল, প্রতিবেশি পিসিমার চোখেও জল, চা বালিকা ও সাজুর চোখে আশার আলো, নব জীবনের আনন্দ। এ সমাজে কেউ একজন আছে যে খ্রিস্ট হয়ে আসে, পুনরুত্থানের আনন্দটাকে সহভাগিতা করে। এতদিন পর পেট ভরে খেতে পেরে দেহে শক্তি ফিরে পেল। আজ তারা বুঝতে পারল এই পুনরুত্থান সবার জন্য, ধনী, গরীব, সাধু, পাপী। মৃত্তিকা ভেদ করে লিলি ফুলগুলো মুক্ত আকাশে পাঁপড়ি মেলছে। এরই মধ্যে খবর এলো চা বালিকার মা বাড়ি ফিরছে কাল। পুনরুত্থানের আনন্দ আর মাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ চা বালিকার ছোট অন্তরে যেন আর ধরেনা। ভালো থেকো চা বালিকা, একটি কুঁড়ি দুটি পাতার মতো তুমি বেড়ে ওঠো ও সজীব হয়ে ওঠো॥ ❑

সাধু আগষ্টিনের শিক্ষানীতি

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

পিতা হওয়া সাধারণ কাজকর্ম নয় বরং এ একটি সেবা কাজঃ পরিবারের প্রত্যেক পিতাকে স্বীকার করা উচিৎ যে, যারা তাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে, তাদের প্রতি ভালোবাসার ঋণ রয়েছে। খ্রিস্টের ভালোবাসার জন্য এবং অনন্ত জীবনের জন্য একজন পিতাকে তার সকল সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। তোমার সন্তানকে গঠন কর আর এমন কাজ কর, যেন যতদূর সম্ভব তার গঠনের কাজ শ্রদ্ধাপূর্ণ ও খোলামন নিয়ে করা হয়। এর অর্থ হলো যে, তোমার সন্তানের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার কর যেন যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারক হিসেবে তোমাকে ভয় না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আঘাত করতে লজ্জাবোধ করে। যদিও তা যথেষ্ট না হয় তবে তার মঙ্গলের জন্য কিছু শাস্তি দিয়ে, তাকে দুঃখ দিতে ভয় করো না। অনেকে ভালোবাসা দিয়ে সংশোধন করা হয়েছে আর অন্যকে ভয় দিয়ে এবং এরাও শাস্তির ভয়ে ভালোবাসার পথে এগিয়ে এসেছে। মিষ্টতা দিয়ে প্রতারণা করার চেয়ে কঠোরতা দিয়ে ভালোবাসা আরো ভালঃ বীজ বপন করা, চাষ করা, উৎপাদন করার জন্যে ব্যস্ত হওয়া এবং পরিশ্রমের ফলের জন্য আনন্দ করা হলো অল্প লোকের ব্যাপার। কিন্তু একজন এক মুহূর্তেই একটা ম্যাচ দিয়ে সমস্ত ফসল পুড়িয়ে দিতে পারে। একই সময়ে একটি বড় কর্তব্য হলো- আর অল্পই তা পালন করে- এক সন্তানের জন্ম দেওয়া, ভাল করে তাকে পরিপুষ্ট করা এবং প্রয়োজনবোধে তাকে গঠন করা এবং তার পরিপক্কতার পথে তাকে চালিত করা। কিন্তু সাবধান, এক মুহূর্তেই একজন তাকে হত্যা করতে পারে। তোমরা কি দয়াপূর্ণ একটি শাস্তির উদাহরণের কথা শুনতে চাও? যে পিতা ভালোবাসার কারণে তার সন্তানকে শাস্তি দেয়, তার চেয়ে আর কোন ভাল পিতা নেই। অবশ্যই তার সন্তান যে শাস্তি পাক তা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু যেহেতু ভাল হয়ে তাকে ভালোবাসেন এবং সর্বদা চান সে ভাল হোক, সেহেতু সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেয়ে, তার উত্তরাধিকার হারানোর চেয়ে বরং তিনি তাকে কিছু কষ্ট সহ্য করতে দেখতে রাজী। সুতরাং, তাকে শাস্তি দিয়ে পিতা হিসেবে তিনি করুণাপূর্ণ এবং প্রতিবেশি হিসেবে তিনি দয়াময়। পিতা-মাতাই "প্রথম শিক্ষক" যেমন বিশপগণের দায়িত্ব হলো আমাদের মণ্ডলীকে পরিচালনা করা, তেমনি পিতাদের দায়িত্ব হলো নিজেদের বাড়ী পরিচালনা করা। উভয় ক্ষেত্রেই, যারা আমাদের যত্নে ন্যস্ত হয়েছে ঈশ্বরের কাছে সে বিষয়ে তাদের জবাব দিতে হবে॥ ❑

বিষয় ঃ ধাঁধা

বেনজামিন গমেজ

১) কোন জিনিষ খেলে রক্ত পরিষ্কার হয়?
২) কোন ৩টি জিনিষ কখন ফিরে আসে না?
৩) কোন পাখী ডিম দেয় না?
৪) কোন টেবিলের পা নাই?
৫) নদী আছে জল নেই, জংগল আছে, গাছ নেই, শহর আছে ঘর নেই, বল আমি কে?
৬) রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার এই শব্দগুলি ব্যবহার না করে ৩টি দিনের নাম বল।
৭) কি তুমি ভাংতে পার, না ধরে?
৮) আমার শাখা আছে তবে ফল, কাণ্ড বা পাতা নেই, আমি কে?
৯) আমি সর্বদা কাঠ দ্বারা ঘিরে থাকি, সবাই আমাকে ব্যবহার করে, আমি কে?
১০) কি সবসময় তোমার সামনে আছে কিন্তু তুমি দেখতে পাও না?

ধাঁধার উত্তরটি যে কোন পেইজে খুঁজে নিন।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

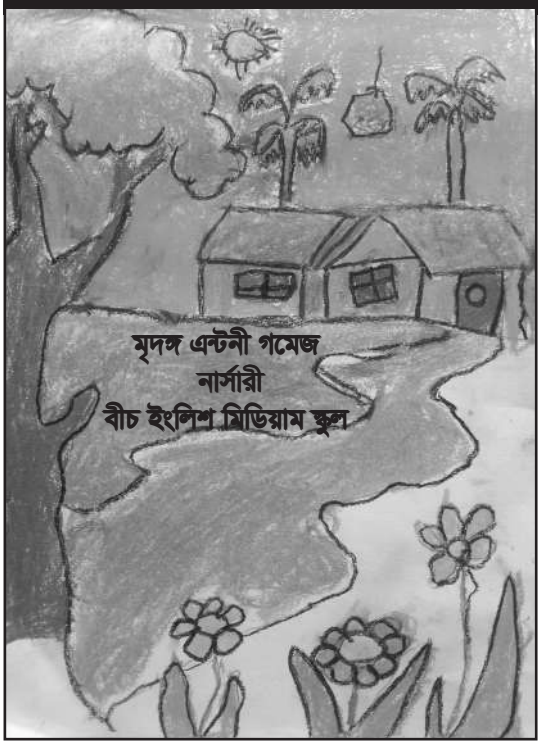

মৃদঙ্গ এন্টনী গমেজ
নার্সারী
বীচ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে আঞ্চলিকভাবে প্রার্থনা বর্ষের শুভ উদ্বোধন

ফাদার আলবাট রোজারিও ▯ বিগত ১৬ মার্চ, শনিবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহানগর আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতায় তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে প্রার্থনা বর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় পাল পুরোহিত ফাদার সুব্রত গমেজ (বিশপ মনোনীত) এবং ঢাকা মহানগর পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার আলবাট রোজারিও'র স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। ফাদারগণ তাদের বক্তব্যে বলেন, "প্রার্থনাবর্ষের এই দিনগুলি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রার্থনা বর্ষে আমাদের জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুনভাবে আবিষ্কার করব"। এর পরপরই পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূলভাব ছিল, "প্রার্থনা বর্ষ: মা মারীয়ার সাথে প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী"।

অরাধনার পরপরই আর্চবিশপ প্রার্থনা বর্ষের উপর তার বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "আগামী বছর যথাযোগ্যভাবে খ্রিস্ট-জুবিলী পালন করার জন্য আমরা এ বছরটি প্রার্থনা বর্ষ হিসেবে পালন করছি। আমরা যদি মন দিয়ে প্রার্থনা করি তাহলে ঈশ্বরের সাথে যেমন আমাদের সম্পর্ক ভালো সুন্দর হয় তেমনি আমাদের প্রতিবেশিদের সাথেও আমাদের সম্পর্ক ভালো থাকে"। আর্চবিশপের বক্তব্যে পর সংক্ষিপ্ত চা বিরতি দিয়ে ফাদার কমল কোড়াইয়া ও সিস্টার মেরী হিমা, এসএমআরএ এবং পরিবারের একজন বাবা, একজন মা, একজন সন্তান প্রার্থনা জীবনের বর্তমান অবস্থার উপর সহভাগিতা রাখেন। তারা সবাই পরিবারে দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অনুষ্ঠান ঢাকা শহরের ৮টি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টার এবং শহরের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর এক হাজার খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন॥

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে প্রায়চিত্তকালীন আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান নিশি জাগরণ

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ▯ গত ২১ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান নিশি জাগরণ অনুষ্ঠিত হয়। নিশি জাগরণ পরিচালনা করেন ফাদার সৃজন এস জে। রাত ১০ টায় এই নিশি জাগরণ শুরু হয়। শুরুতে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত মনোনীত বিশপ সুব্রত বি গমেজ নিশি জাগরণে আগত সকলকে সু-স্বাগত জানান এবং নিশি জাগরণে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ফাদার সৃজন পবিত্র আরাধ্য সাক্রামেন্তের আরাধনার মধ্যদিয়ে নিশি জাগরণ শুরু করেন। পরে ফাদার সৃজন ইস্রায়েল জাতির লৌহিত সাগর পার হওয়ার ঘটনার (*যাত্রা পুস্তক ১৩ অধ্যায়*) কথা ব্যাপকভাবে সহভাগিতা করেন। পরে ৪ জন ভক্তবিশ্বাসী নিজের জীবনের সাক্ষ্যদান করেন। রাত ১:৩০ মিনিটে ফাদার মিল্টন কস্তা এস জে প্রায়চিত্তকালীন সহভাগিতা রাখেন। পরে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, ক্রুশের পথ ও নিরাময় অনুষ্ঠান হয়। নিরাময় অনুষ্ঠানে পানি, তেল এবং লবন আশীর্বাদ করা হয়। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক নিরাময়ের জন্য অনেকেই পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করেন। সকাল ৬ টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে নিশি জাগরণ অনুষ্ঠান শেষ হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার সৃজন এস জে। এই নিশি জাগরণে তেজগাঁও ধর্মপল্লী ছাড়াও অন্যান্য ধর্মপল্লী থেকে প্রায় সাত শতাধিক খ্রিস্টবিশ্বাসী উপস্থিত ছিলেন।

জাগরণী সংঘের উপাসনা সংগীত এলবামের শুভ উদ্বোধন

যোসেফ শ্যামল গমেজ ▯ হাসনাবাদ মিশনাধীন নয়নশ্রী রাহুৎহাটি ছোট দু'টি গ্রামের যুব সংগঠন জাগরণী সংঘ গত ৫ এপ্রিল পাস্কাপর্বের দিন শুভ উদ্বোধন করেন তাদের বহুল প্রত্যাশিত উপাসনা গানের এলবাম "গানে গানে ধ্বনিত হল তোমার সমাচার"। দীর্ঘ ৫০ বছরের সংরক্ষিত বিভিন্ন সময়ে গাওয়া গান নিয়ে তিনটি জেনারেশনের ১০ জন গীতিকার এবং ৪ জন সুরকারের গানকে প্রাধান্য দিয়ে মোট ২০টি গানকে এলবামে স্থান দেওয়া হয়। প্রতিটি গানই সংঘের নিজস্ব এবং মৌলিক গান।

এলবামের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই গ্রামের ব্যক্তিবর্গ সহ তুইতাল, গোল্লা, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ। ফাদার সমীর ডি' রোজারি'র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। অতপর এলবাম কমিটির আহ্বায়ক যোসেফ শ্যামল গমেজ এলবামের পটভূমি সকলের সামনে তুলে ধরেন। এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অনিমা মুক্তি গমেজ, সংসদ সদস্য, বিশেষ অতিথি ফাদার আগষ্টিন রিবেরু, সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ফাদার

তুষার জেভিয়ার কস্তা, ফাদার পিটার সমীর ডি' রোজারিও, ফাদার রিপন আন্তনী ডি রোজারিও এবং ফাদার ষ্টানিসলাউস গমেজ, মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে এলবামের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনের পরপরই অনুভূতি প্রকাশ করেন যেরোম গমেজ, শিপ্রা আন্তনীয়া গমেজ এবং ডমিনিক শুভ ডি রোজারিও। প্রধান অতিথি অনিমা মুক্তি গমেজ বলেন, গান মানুষের আধ্যাত্মিক এবং মানসিক প্রশান্তির একটি মাধ্যম। যা ঈশ্বরের নৈকট্য পাবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিশেষে তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সংশ্লিষ্ট সকলকে যারা এই সফলতায় ভূমিকা রেখেছেন।

ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু বলেন, এই মহৎ উপহার যেন স্থায়িত্ব পেতে পারে এবং এর আনন্দ যেন নির্মল হতে পারে সেই প্রত্যাশা তিনি করেছেন জাগরণী সংঘের কাছে। এই অসাধারণ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনায় যারা ছিলেন তাদের সকলকে তিনি সাধুবাদ জানান। অনেককে নিয়ে একসাথে এমন উদ্যোগকে তিনি বিরল এক দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। ফাদার ষ্টানিসলাউস গমেজ বলেন সত্যিই এককভাবে একটি সংঘ এত বড় একটি কাজ করেছে যা আঠারোগ্রাম সহ হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর জন্য গর্বের।

পরিশেষে সংঘের সভাপতি সুহৃদ রোজারিও উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এডুয়ার্ড টনি মজুমদার॥

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স

লর্ড ডানিয়েল ▯ গত ৯- ১৪ এপ্রিল রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে মধ্য ভিকারিয়ার এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো এসএসসি পরীক্ষার্থীদের খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স। এবারের মূলসুর ছিল "আশায় আনন্দিত হও।" উক্ত কোর্সে মধ্য ভিকারিয়ার আটটি ধর্মপল্লী থেকে ১৩৬ জন ছেলে-মেয়ে, ৯ জন স্বেচ্ছাসেবক ও এনিমেটর এবং ৬ জন সিস্টার ও বেশকিছু সংখ্যক সেমিনারিয়ান অংশগ্রহণ করেন। কোর্স পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ফাদার উজ্জ্বল সামুয়েল রিবেরু।

৯ এপ্রিল কোর্সের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে বিশপ জের্ভাস বলেন, "তোমরা হলে মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ তাই মণ্ডলী সবসময় তোমাদের কথা চিন্তা করে। যিশুখ্রিস্ট আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন আবার পুনরুত্থানও করেছেন। সেই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আনন্দ নিয়ে আমাদের পথ চলা উচিত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বাবলু কোড়াইয়া। তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা জানান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার শ্যামল জেমস গমেজ বলেন, উক্ত অনুষ্ঠান থেকে যা কিছু শিখবে তা ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবে, যাতে করে নিজের জীবনে কিছু পরিবর্তন আনতে পারো।

১০-১৩ এপ্রিল বিভিন্ন ফাদার, ব্রাদার - সিস্টার ও প্রশিক্ষক উক্ত কোর্সে পবিত্র বাইবেলের পত্র সমূহ,কাথলিক মণ্ডলীর আইন, কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রজনন স্বাস্থ্য, ক্যারিয়ার বিল্ড আপ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন।

১৪ এপ্রিল সকালে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের পর সমাপনী খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী। খ্রিস্টযাগের পরে ভিকার জেনারেল বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করেন॥

বাগান বাড়ী বিক্রয় হইবে

বনপাড়া বাজার সংলগ্ন এবং পুরাতন গির্জার উত্তর পাশে ১১ শতাংশ (রাস্তা সহ) জমির মধ্যে ৬ রুমের একটি বাগান বাড়ী বিক্রয় হইবে। যাহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহারা যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

ফোন নং ঃ ০১৭৬০ ৩১৪৬৮০

০১৯১৭ ৭৩৩৩৩৯

বিজ্ঞ/৮৬/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রীঃ, নিবন্ধন নং: ৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নন্দা, গুলশান, ঢাকা - ১২১২

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:-এর সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত পদে উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

পদের নাম	পদের সংখ্যা	বিভাগ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
আইটি অফিসার (MS-05)	১ জন	**সফট্ওয়্যার বিভাগ**	**স্নাতক / স্নাতকোত্তর**	১। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে Computer Science-এ স্নাতক/স্নাতকোত্তর হতে হবে এবং সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/সমমানের জিপিএ প্রাপ্ত হতে হবে। ২। IT সংক্রান্ত বিষয়ে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **দায়িত্ব ও কর্তব্য:** সফট্ওয়্যার, হার্ডওয়্যার, প্রজেক্টর, সিসিটিভি ও সকল ধরনের আইটি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনে সহযোগিতা করতে হবে।
অফিসার (MS-05)	১ জন	**হিসাব ও লেনদেন বিভাগ**	**অনার্স / ডিগ্রী**	১। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে Accounting-এ অনার্স/ডিগ্রীধারী হতে হবে এবং সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/সমমানের জিপিএ প্রাপ্ত হতে হবে। ৩। Ms Word, Excel, Power Point এবং বাংলা টাইপিং কাজে দক্ষ হতে হবে। **দায়িত্ব ও কর্তব্য:** হিসাব বিভাগের কাজ, ব্যাংকে জমা ও উত্তোলনে সহযোগিতা করতে হবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন করতে হবে।
জুনিয়র অফিসার (GS-01)	২ জন	**খেলাপী ঋণ আদায় বিভাগ**	**অনার্স / ডিগ্রী**	১। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাজের ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্স/ডিগ্রীধারী হতে হবে এবং সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/সমমানের জিপিএ প্রাপ্ত হতে হবে। ৩। MS Word, Excel, Power Point এবং বাংলা টাইপিং কাজে দক্ষ হতে হবে। **দায়িত্ব ও কর্তব্য:** খেলাপী ঋণ আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

চাকুরীর সুবিধাদি: সফলভাবে শিক্ষানবীশ সময় পর সমিতির কর্মী পরিষেবা বিধি অনুযায়ী বেতন স্কেল ধার্য করা হবে এবং অন্যান্য সুবিধাদি সমিতির নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয়তা:

- পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, সাম্প্রতিককালের দুই (২) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে;
- বয়স ন্যূনতম ২৫ ও সর্বোচ্চ ৩৫ বছর (অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য);
- অত্র সমিতির ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসেবে দিতে হবে;
- শুধুমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে;
- সাক্ষাৎকারের সময় সকল প্রকার সনদপত্রের মূলকপি দেখাতে হবে;
- ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানা

বরাবর,
সভাপতি/সম্পাদক
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.
ক-৪৭/১, নন্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

(আবেদনপত্র সরাসরি সমিতির অফিসে/পোষ্ট অফিস/কুরিয়ার/ই-মেইল: ncccul@gmail.com এর মাধ্যমে আগামী **৩০শে এপ্রিল, ২০২৪** খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে)

ধন্যবাদান্তে-

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক
ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, স্থগিত অথবা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

বিজ্ঞ/৮৫/২৪

আর.এন.ডি.এম. সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার"। *(মার্ক - ১৬: ১৫)*

স্নেহের বোনেরা,

তোমাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো। ঈশ্বরের সেই ভালোবাসার ঐশ আহ্বানে সাড়া দানে তোমাদের সহযোগিতা করতে আমরা আওয়ার লেডি অফ দ্য মিশনস্ (আর.এন.ডি.এম.) সিস্টারগণ আগামী ২৪ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ আর. এন. ডি. এম সিস্টারস্ হাউজ মোহম্মদপুরে "এসো দেখে যাও" কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এই কর্মসূচিতে যোগদান করে ঐশ্ব আহ্বান আরো স্পষ্ট করে বুঝতে ও সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী বোনেরা বিশেষ করে যারা এ বছর এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছ বা তদুর্ধে পড়াশুনা করছ সে সকল আগ্রহী বোনদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন: ২৪ এপ্রিল ২০২৪ (ঢাকা, মোহাম্মদপুর, সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত)

প্রস্থান: ৩০ এপ্রিল ২০২৪

রেজিষ্ট্রেশন ফি : আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।

যোগাযোগের ঠিকানা,

সিস্টার রিক্তা গমেজ আর.এন.ডি.এম. (০১৮৮১৭৮৫০০৩)

প্রযত্নে: আর.এন.ডি.এম ফরমেশন হাউজ

গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যশনাল স্কুল, ২৪ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

বিজ্ঞ/৮১/২০২৪

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ)

২০২৪ খ্রিস্টবর্ষের গঠন-প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম

অংশগ্রহণকারী যাজক: ২০০৭ থেকে ২০১০ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত অভিষিক্ত ধর্মপ্রদেশীয় যাজক

তারিখ: জুলাই ০৬-১০ মে, ২০০৪ খ্রিস্টবর্ষ (সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত)

স্থান: কারিতাস আঞ্চলিক অফিস, খুলনা

মূলসুর: "যাজকীয় জীবনের বসন্তকালে পরিচয়, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা"

এ গঠন-প্রশিক্ষণ শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতায় আপনাদের সকলের প্রার্থনা ও সাহায্য-সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

ধন্যবাদান্তে

ফাদার মিন্টু এল, পালমা
সভাপতি, বিডিপিএফ

ফাদার উইলিয়াম মুর্মু
সহ-সভাপতি, বিডিপিএফ

ফাদার রুবেন এস গমেজ
সেক্রেটারী, বিডিপিএফ

Email: gomesruben1602@gmail.com

বিজ্ঞ/৮২/২০২৪

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ঊষারাণী রোজারিও

জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াত : স্বামী রেজিন্যাল্ড ডি'রোজারিও
ডাঙ্গীর বাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

তিনটি বৎসর পার হয়ে গেল **'মা'** তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছো। আমাদের দশ ভাইবোনদের সর্বদা তোমার আঁচলে আগলে রেখেছিলে বুঝতে দাওনি প্রকৃত ভালোবাসার অভাব। তোমাকে ঘিরে আমরা সব ভাই-বোন এক হতাম, কত আনন্দ করতাম তাই আজ, তোমার এই শূণ্যতা আমাদের হৃদয়ে বড় বাজে। বিশেষভাবে আমরা যারা তোমার খুব কাছাকাছি কিংবা সঙ্গে ছিলাম-ক্লান্ত হয়ে বাইরে কিংবা অফিস থেকে এসে যখন তোমার শান্ত হাসিমুখ খানা দেখতাম তখন বড় শান্তি পেতাম। তাই বুঝতে পারিনি আগে, তোমার নিরব উপস্থিতি এবং তোমার মধুর কণ্ঠস্বর সর্বদা আমাদের এক পবিত্র অদৃশ্য ভালোবাসায় আবৃত করে রেখেছিলো। এখন আর কেউ নেই আমাদের মনের কথাগুলি শুনার এবং বিশ্বাস ভরা সান্ত্বনার বাণী শুনাবার। বড় বেশি আস্থা ছিল তোমার ঈশ্বরের উপর এবং সর্বদা আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে, তাই তো আমরা ছিলাম নিরাপদ আশ্রয়ে। এখন বড় ভয় হয় 'মা' ভীষণ অসহায় হয়ে গেলাম আমরা। হৃদয় গহীনে তোমার শূন্যতা গুমড়ে-গুমড়ে কাঁদছে, চোখে আমাদের কারো জল নেই। কিন্তু এক চাপা ব্যথায় আমাদের হৃদয় সর্বদা কাঁদছে এবং সর্বদা যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাই তো আমরা মানসিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে গেছি 'মা'। তুমি এবং বাবা স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো এবং যত্ন নাও, সান্ত্বনা দাও যেন বর্তমান এই পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে, সৎভাবে জীবনপথে এগিয়ে যেতে পারি– তোমার কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি।

শোকসন্তপ্ত পরিবার

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : চিত্রা-রেমণ্ড, জয়ছি-রবীন, সিস্টার শিল্পী সিএসসি
নিশুতি, সিস্টার পূর্ণা এসএমআরএ, ঋতু-সাগর
ছেলে ও ছেলে বৌ : মিঠু-মালা, আশীষ-কবিতা, তাপস, হিমেল-প্রত্যাশা
নাতি ও নাতি বৌ : রূপম-এ্যানি, রেসি-অতশি, আর্থার, ক্যারল, ম্যানি
নাতনী ও নাতনী জামাই : রেশমী-বিকাশ, এলিস
পুতিন : ইভান, চেইজ, রঙ্গন, ঈশান, এছিয়া ও রাজ্য।

খ্রি/৮৩/২০২৪

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, **বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়।** আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। **এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের।** এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, **বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা।** তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক **আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।** আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নব নিযুক্ত সাহায্যকারী বিশপ ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ

সুধী

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নব নিযুক্ত সাহায্যকারী বিশপ ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান আগামী ৩ মে, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার, সকাল ৯:০০ টায়, ঢাকা সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হবে। ঐতিহাসিক এ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে আপনার/আপনাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ আমাদের আনন্দকে আরও অর্থপূর্ণ ও গভীর করে তুলবে।

বিশেষ উল্লেখ যে, উক্ত অনুষ্ঠানে শুধু মাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থেকে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং অন্যেরা প্রার্থনায় ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর Facebook live streaming-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আপনাদের সকলের প্রার্থনা ও সহযোগিতা কামনা করি। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন।

অনুষ্ঠান সূচী

৩ মে, ২০২৪, শুক্রবার

সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল, রমনা, ঢাকা।

সকাল ৯:০০ - ১২:০০ টা ------- বিশপীয় অভিষেক মহাখ্রিস্টযাগ

দুপুর ১:০০ টায় ---------------- মধ্যাহ্ন ভোজ

বিকেল ৩:০০-৫:০০টা----------- সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শুভেচ্ছান্তে,

আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই
ঢাকার আর্চবিশপ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি

ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া
আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় কমিটি

বিজ্ঞ /৭৮/২৪

তোমরা অমর

ছফিয়া (ছফি) গমেজ
জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

তোমরা যে সত্যিই পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিড়ে চলে গেছো স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় এ চিরন্তন সত্যটি আমাদের মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়। তোমরা ছিলে আমাদেরকে ঈশ্বরের পথ দেখানো আদর্শ বাবা-মা। তোমাদের আদর্শেই আমরা আজ চলছি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায়। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে, শ্রদ্ধাভরে ও নতশিরে তোমাদের জানাই হাজারো প্রণাম। তোমাদের প্রার্থনাপূর্ণ, সেবাপরায়ণ পবিত্র জীবনযাপনের কথা এখনো পাড়া-প্রতিবেশিরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যতদিন আমরা এ ধরণীতে আছি ততদিন যেন, তোমাদের আদর্শ-ভালোবাসা ও ক্ষমার বাণী হৃদয়ে ধারণ করে যেতে পারি। ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন।

রেজিন গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

মেয়ে ও মেয়ে জামাই :	প্রয়াত মঞ্জু রোজমেরী - জ্যোতি গমেজ
ছোট মেয়ে :	সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ
নাতি-নাতি বৌ :	মানিক-সারা গমেজ
নাতী-নাতীন জামাই :	নিতা-সুবাস গমেজ, অসীম-মুক্তা গমেজ, হীরা-বিভাস রোজারিও
পুতি-পুতিন :	শুভ্র, জেনিফার, মাথিল্ডা, সাইনী, এভারলি ও শুভন

উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ /৭৯/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 14
Regd. No. DA-33
❖ 21 - 27 April, 2024, ৮ - ১৪ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

তুইতাল গির্জার প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পার্বণে সবাইকে নিমন্ত্রণ

সুধী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ রবিবার তুইতাল ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে। দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ ভাই বোনদের উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এই পবিত্র পার্বণে যারা পর্বকর্তা হতে আগ্রহী তাদের জন্যে শুভেচ্ছা দান ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ (দুইশত) টাকা। পবিত্র আত্মার আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

ধন্যবাদান্তে
ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস্
পাল-পুরোহিত
এবং
খ্রিস্টভক্তগণ

বিজ্ঞ /৮০/২৪

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা
নভেনা : ১০ মে - ১৮ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বিকাল ৪:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
তারিখ : ১৯ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭:০০টা
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

সোনাবাজু গির্জার প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ মে ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ সোমবার সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে। দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ ভাই বোনদের উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এই পবিত্র পার্বণে যারা পর্বকর্তা হতে আগ্রহী তাদের জন্যে শুভেচ্ছা দান ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা মাত্র ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ (দুইশত) টাকা। ফাতিমা রাণী আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ
৪ মে - ১২ মে, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: বিকাল ৪:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
১৩ মে, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: সকাল ৯:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে
ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস্
পাল-পুরোহিত
এবং
খ্রিস্টভক্তগণ

বিজ্ঞ /৮০/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org